গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৮ বর্ষ ৮ সংখ্যা ১৮ - ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা

মহান মাও সে-তুঙ স্মরণে

২৬ ডিসেম্বর, ১৮৯৩ — ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬

বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা, চীন বিপ্লবের রূপকার কমরেড মাও সে-তুঙের চল্লিশতম স্মরণদিবসে কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় অফিসে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী। রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সিলেবাসে ধর্মীয় শিক্ষা

কেন্দ্রীয় সরকারি সুপারিশের তীব্র বিরোধিতা এস ইউ সি আই (সি)-র

এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৩ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে, স্কুল ও কলেজের সিলেবাসে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা এবং অন্যান্য ধর্মীয় মূল্যবোধের শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের নিন্দনীয় সুপারিশের তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন, শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ ও গৈরিকীকরণের অপকৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অত্যন্ত হিসাব কষেই এই সুপারিশ করা হয়েছে যাতে এখনও ধর্মনিরপেক্ষতার যেটুকু বাতাবরণ টিকে আছে, তাকেও বিদায় করা যায়। ভারতীয় নবজাগরণের মনীষীরা ধর্মনিরপেক্ষ, বিজ্ঞানসম্মত, গণতান্ত্রিক ও সার্বজনীন শিক্ষার যে ধারণা বলিষ্ঠ ভাবে সমর্থন করেছিলেন এবং আজও সকল যুক্তিনিষ্ঠ গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা যে ধারণার অত্যন্ত দৃঢ় পৃষ্ঠপোষকতা করেন, পাঠক্রমে পুরাণের নানা অলীক কাহিনী ও ধর্ম অন্তর্ভুক্ত করার এই অপচেষ্টা সেই ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী।

কমরেড ঘোষ বলেন, "দেশকে 'সাংস্কৃতিক দূষণ' থেকে মুক্ত করা এবং তরুণ সমাজের মনে 'মূল্যবোধ' বদ্ধমূল করা"র নামে এই পদক্ষেপ আসলে যুক্তিবাদী চিন্তাপ্রক্রিয়াকে ভোঁতা করে দিয়ে পুনরুজ্জীবনবাদী ও বাতিল হয়ে যাওয়া চিন্তার চর্চার দ্বারা ছাত্রছাত্রীদের মননকে অতীন্দ্রীয়বাদী অন্ধবিশ্বাসের চোরাগলিতে আটকে রাখার অপচেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়।

শিক্ষার উপর এই আক্রমণ প্রতিরোধে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে এই সরকারকে দানবীয় সুপারিশ প্রত্যাহারে বাধ্য করতে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কমরেড প্রভাস ঘোষ সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিক, শিক্ষক-অধ্যাপক-ছাত্র-অধ্যক্ষ-উপাচার্য-অভিভাবক সহ শিক্ষাজগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত মানুষ, বিশিষ্ট নাগরিক ও সর্বস্তরের মেহনতি মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন।

সিপিএম থেকে তৃণমূল

বিদ্যুৎ-মাশুল বৃদ্ধির চাপ থেকে রেহাই নেই জনগণের

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের দাম কেন অন্য রাজ্যের তুলনায় বেশি, প্রশ্নটি আবারও জনসাধারণের মধ্যে উঠছে। অন্য রাজ্যে বিদ্যুতের দাম কত? মুম্বইয়ে টাটা গোষ্ঠী পরিচালিত বিদ্যুতের দাম ১০০ ইউনিট পর্যন্ত প্রতি ইউনিট ২.৬২ টাকা, বেস্ট কোম্পানির বিদ্যুতের দাম ৩.৫৫ টাকা, রিলায়েন্স কোম্পানির বিদ্যুতের দাম ৩.৮৬ টাকা। বেঙ্গালুরুতে ৩০-১০০ ইউনিট পর্যন্ত দাম ৪ টাকা ইউনিট, দিল্লিতে দাম ২.১২ টাকা ইউনিট। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে দাম কত? কলকাতায় ১০০ ইউনিট পর্যন্ত দাম ৫.৬৮ টাকা প্রতি ইউনিট। গড় মাশুল সি ই এস সি-তে ৬.৯৭ টাকা, রাজ্য বন্টন কোম্পানিতে ৬.৫৬ টাকা ইউনিট। কেন এখানে এত বেশি? কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিদ্যুতে ভরতুকি পুরোপুরি তুলে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে একসময় বিদ্যুতে ৫০০ কোটি টাকা ভরতুকি দেওয়া হত। পূর্বতন সরকার তার থেকে ৩৯০ কোটি টাকা ভরতুকি ছাঁটাই করে দেয়। বাদবাকি যে ১১০ কোটি টাকা ভরতুকি বরাদ্দ তখনও ছিল, তৃণমূল ক্ষমতায় এসে তাও বন্ধ করে দেয়। ফলে দুই সরকারের অপকর্মের বোঝা বয়ে বেড়াতে হচ্ছে এ রাজ্যের গ্রাহকদের।

বামফ্রন্ট সরকারের শুরুতে বিদ্যুতের দাম ছিল প্রতি ইউনিট ৭৫ পয়সা। শেষ বছর হয়েছিল ৪.২৭ টাকা অর্থাৎ পূর্বতন সরকারের আমলে দাম বেড়েছে ইউনিট প্রতি ৩.৫২ টাকা। কিন্তু তৃণমূল শাসনে মাত্র চার বছরেই দাম বেড়েছে ২.৭০ টাকা। এই দামবৃদ্ধির হার বেশি হওয়ার কারণ হল ভর্তুকি তুলে দেওয়া। ভর্তুকির অধিকাংশ পূর্বতন সরকার তুলে দিয়েছিল। দ্বিতীয় কারণ হল, মাছুলি ভ্যারিয়েবল কস্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট (এম ভি সি এ) রেগুলেশন প্রবর্তন করে মাশুল বাড়ানো। এরও সূচনা পূর্বতন সরকারের হাত ধরে। তৃণমূল সরকার এম ভি সি এ বাতিলের পরিবর্তে তাকে আরও কঠোর করেছে এবং তা প্রয়োগ করে চার বছরে মাশুল বাড়িয়েছে ১২ বার। গড়ে বছরে তিনবার, অর্থাৎ প্রতি চার মাস পরপর মাশুল বাড়ানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কোন সরকারের সময়ে কত বৃদ্ধি হয়েছে তা শতকরা হারে বুঝতে হবে। সেদিক থেকে দেখলে সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের আমলে ৪৬৯.৩ শতাংশ বেড়েছে, তৃণমূলের সময়ে বেড়েছে ৬৩.২ শতাংশ। এই অস্বাভাবিক মাশুল বৃদ্ধি দুই সরকারের অপকর্মের ফল।

বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলি আবারও বিদ্যুতের মাশুল বাড়াতে চলেছে।

দুয়ের পাতায় দেখুন

অবিলম্বে পাশ-ফেল চালুর দাবিতে

রাজভবনে ছাত্র-বিক্ষোভে পুলিশের লাঠি

অবিলম্বে পাশ-ফেল চালুর দাবিতে এ আই ডি এস ও-র নেতৃত্বে ১৪ সেপ্টেম্বর ছাত্রছাত্রীরা রাজভবনের গেটে প্রবল বিক্ষোভ দেখান। তাঁরা এ ব্যাপারে অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে উদ্যোগী হওয়ার দাবি জানান। পুলিশের লাঠিতে ৩০ জন আহত হন, ২৪ জন ছাত্রী সহ গ্রেপ্তার হন ৬৬ জন। পুলিশি বর্বরতার প্রতিবাদে সংগঠনের পক্ষ থেকে পর দিন প্রতিবাদ দিবসের ডাক দেওয়া হয়।

পাশ-ফেল চালুর পক্ষে তৃণমূল সরকারকে স্পষ্ট মত দিতে হবে

২০টি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীরা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল ফিরিয়ে আনতে চান। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী স্মৃতি ইরানি ১১ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সাংবাদিকদের এ কথা জানিয়েছেন। কিন্তু লজ্জার কথা, এই ২০টি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ নেই। অথচ, পশ্চিমবঙ্গ এমন একটি রাজ্য যেখানে পাশ-ফেল প্রথা চালুর দাবিতে কয়েক দশক ব্যাপী ধারাবাহিক দীর্ঘ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। ১৯৮০-র দশকের সূচনা লগ্নে পূর্বতন সিপিএম সরকার যখন চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দিয়েছিল, তখন শিক্ষার ভিতকে দুর্বল করে দিয়ে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাটাকেই ধ্বংস করার এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা করেছিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। পশ্চিমবঙ্গে দলমত নির্বিশেষে জনসাধারণের মধ্যে পাশ-ফেল প্রথার পুনঃপ্রবর্তন আজ একটি সর্বজনীন দাবি। সে কারণে ২০১১ সালে রাজ্যে পালা বদলের প্রাক্কালে তৃণমূল কংগ্রেস ভোটের দিকে তাকিয়ে পাশ-ফেল

দুয়ের পাতায় দেখুন

মাশুল বৃদ্ধির চাপ থেকে রেহাই নেই

একের পাতার পর

রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি ইউনিট পিছু আরও ২.৩৭ টাকা বাড়াতে চায়। এই হারে যদি বাড়ানো হয় তাহলে মাশুল দাঁড়াবে ৯.৩৪ টাকা ইউনিট। ফলে গ্রাহকরা আরেকটা আর্থিক হামলার মুখে দাঁড়িয়ে। এই অবস্থায় গ্রাহকদের আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে হবে।

রাজ্যের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের নির্ভরযোগ্য এবং সংগ্রামী সংগঠন অ্যাবেকা সম্প্রতি এক প্রচারপত্রে বলেছে, ২০১৪-২০১৫ সালে শিল্পপতি সঞ্জীব গোয়েঙ্কা, যাকে কিনা পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী বঙ্গভূষণে ভূষিত করেছেন, তার সংস্থা সি ই এস সি লাভ করেছে ৬৯৮ কোটি টাকা। বণ্টন কোম্পানি লাভ করেছে ৫০০ কোটি টাকারও বেশি। অন্যান্য সংবাদপত্রেও মুনাফার খবর বেরিয়েছে। প্রতি বছরই এইরকম হারে মুনাফা হয়ে চলেছে। এত মুনাফা হবে নাই বা কেন? দাম নির্ধারণের সময় ইক্যুইটি রিটার্ন দেওয়া হচ্ছে প্রতিটি কোম্পানিকে ১৬.৫ শতাংশ। এ ছাড়া ডেপ্রিসিয়েশন, আনসিন এক্সিজেনসি প্রভৃতির নামে কোটি কোটি টাকা ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে মাশুলের মধ্যে। রয়েছে দুর্নীতিও। এনার্জি অডিট না করেই কোটি কোটি টাকা বিদ্যুৎ চুরি দেখানো হচ্ছে এবং ক্যাপটিভ খনির কম দামে ভালো কয়লা নিজের অন্য সংস্থা আর পি জি-কে দিয়েছে। তারপর সেই কয়লাই বেশি দামে কিনে আনছে। এ হল পুকুর চুরির ব্যবস্থা। তা হলে মুনাফা বাড়বে না কেন?

সকলেই জানেন, প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী পরিচালিত পূর্বতন বিজেপি সরকার বিদ্যুৎ আইন-২০০৩ প্রণয়ন করে বিদ্যুৎকে পরিষেবার মাধ্যম হিসাবে গণ্য করার পরিবর্তে মুনাফা লোটার পণ্য হিসাবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসে এবং তাকে আইনি রূপ দেয়। সেই সময় কেন্দ্রে বাজপেয়ী সরকারের অন্যতম শরিক তৃণমূল কংগ্রেস এই জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-কে পূর্ণ সমর্থন জানায়। কোনও সংসদীয় দল এই আইনের বিরোধিতা করেনি। যে পার্লামেন্টারি কমিটি এই আইনের খসড়ায় সিলমোহর দেয় তাতে চেয়ারম্যান ছিলেন কংগ্রেস এম পি সন্তোষমোহন দেব, সিপিএম এম পি বাসুদেব আচারিয়া ছিলেন। তাঁরা যাতে প্রতিবাদ করেন এজন্য অ্যাবেকার নেতৃবৃন্দ তাঁদের কাছে বারবার ছুটে গেছেন, কিন্তু তাঁরা বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে এর বিরোধিতা করেননি। তাঁরা বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধির এই সিংহদুয়ার খোলার উদ্বোধনীতেই সম্মতি দেন। শুধু তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন সরকার সাগ্রহে সবার আগে এই আইন পশ্চিমবঙ্গে কার্যকর করেছে। এখন আবার বিদ্যুৎ বিল ২০১৪ পাশ করানোর চেষ্টা চলছে, যাকে আটকাতে না পারলে গ্রাহকদের উপর আরও বাড়তি মাশুলের বোঝা চাপবে। ফলে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ এবং বিদ্যুৎ বিল ২০১৪ বাতিল করাতে না পারলে বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির সংকট থেকে জনগণ বাঁচবে না।

পূর্বতন সরকার এবং বর্তমান সরকারের মাশুলবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন গড়ে তুলেছে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের একমাত্র সংগঠন অল বেঙ্গল ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা)। বিগত বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তারা ক্ষমতায় এলে বিদ্যুতের দাম বাড়াবে না। আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি, গত চার বছরে তৃণমূল সরকার ১২ বার বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছে এবং বিদ্যুৎ সংক্রান্ত পূর্বতন সরকারের জনবিরোধী নীতিই অনুসরণ করছে। তা হলে কোথায় পরিবর্তন? বাস্তবে তৃণমূল রাজ্যের পরিবর্তনকামী মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে আহত করেছে।

এ রাজ্যের বিদ্যুৎ গ্রাহকরা পূর্বতন এবং বর্তমান উভয় সরকারেরই জনবিরোধী ভূমিকায় তিতিবিরক্ত। তাঁরা ভুলতে পারেন না, ১৯৯৮ সালে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার বাবা রমানাথ গোয়েঙ্কাকে ফুয়েল সারচার্জের নামে অতিরিক্ত আদায় করা ১০০ কোটি টাকা গ্রাহকদের ফেরত দিতে বলায় তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সরকার কীভাবে তৎকালীন বিদ্যুৎমন্ত্রী শঙ্কর সেনকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন। তাঁরা ভুলতে পারেন না সেই আমলে অ্যাবেকা পরিচালিত বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আন্দোলনের উপর বারবার নেমে আসা নৃশংস পুলিশি অত্যাচারের কথা। ২০০৫ সালে বিদ্যুৎভবনের সামনে গুলি চালানোর কথা ভোলা যায় না। সেই অত্যাচারে এখনও বহু বিদ্যুৎ গ্রাহক শারীরিকভাবে পঙ্গু। এর মধ্যেও আনন্দের কথা হল, ২০০৬ সালে সরকারের সমস্ত ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে ১০০০ কৃষকের আমরণ অনশন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর দম্ভকে চূর্ণ করে দাবি আদায়ে সমর্থ হয়েছিল। এই আন্দোলনে অভিজ্ঞ বিদ্যুৎ গ্রাহকরা ভুলতে পারেন না কী ভাবে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নিজ প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করে বিদ্যুতের দাম ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছেন।

মনে রাখতে হবে, শুধু মাশুল বৃদ্ধি নয়, পরিস্থিতি আরও জটিল। কারণ ভোট আগত। রাজ্যের ভোটপার্টিরা ভেসে ওঠার জন্য তাদের নামিদামি কাণ্ডজে নেতাদের নামাচ্ছে জনজীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আন্দোলনের খেলা দেখিয়ে বাজিমাত করতে। এক সময় যাঁরা মাশুল বাড়িয়েছে, তাঁরাই আজ প্রতিবাদী সাজছেন। দলছুট চুনোপুঁটিরা নিজেদের রাজনৈতিক পরিচয় টিকিয়ে রাখতে প্রচারমাধ্যমকেই ভরসা করেছেন। চেষ্টা চলছে গুলিয়ে দিতে। আপসহীন সংগ্রামী আন্দোলনের নেতৃত্বকে আড়াল করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু তা কি সম্ভব হয়! আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর তার উত্তর দেবে। সেদিন সিইএসসি-র ৪টি রিজিওনাল অফিসে বিক্ষোভের মাধ্যমে শুরু হবে এই পর্যায়ের আন্দোলন। আওয়াজ তোলা হবে ৫০ শতাংশ দাম অবিলম্বে কমাতে হবে। বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলিকে ৩ শতাংশের বেশি মুনাফা করতে দেওয়া চলবে না। দিল্লির মতো পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলোর অ্যাকাউন্টস অডিট করে দুর্নীতিবাজদের শাস্তি দিতে হবে। এ দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত চলবে আন্দোলন। অ্যাবেকা নেতৃত্ব বলেছেন, প্রয়োজনে বিদ্যুৎমন্ত্রীর, মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর ঘেরাও হতে পারে গ্রাহকদের দ্বারা।

২০০৫-এর ২৭ অক্টোবর বিদ্যুৎ গ্রাহকদের উপর পুলিশের গুলি

২০০৫-এর ২৭ অক্টোবর সল্টলেক বিদ্যুৎ ভবনের সামনে নিরস্ত্র কৃষকদের উপর সিপিএম সরকারের পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের বুলেটে নদীয়ার চুয়াখালি গ্রাম থেকে আসা কৃষক খোদ্দার শেখের পায়ের গোড়ালির উপরভাগ থেকে তলার অংশ খসে যায়। সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি (অ্যাবেকা)-র ডাকে গ্রাম থেকে আসা হাজার হাজার দরিদ্র কৃষকের রক্তে এ-দিন লাল হয়ে যায় সল্টলেক বিদ্যুৎ ভবনের সামনের রাস্তা। আহত কৃষকদের আর্ত চিৎকারে ভরে ওঠে সমস্ত চত্বর। লাঠির ঘায়ে, বন্দুকের কুঁদোর আঘাতে, পুলিশের ছোঁড়া ইটে মাথা ফাটে, হাত ভাঙে, রক্তাক্ত হন শত শত কৃষক। পুলিশের আক্রমণ থেকে রেহাই পাননি মহিলা, যুবক, বৃদ্ধ নির্বিশেষে কেউই, এমনকী সাধারণ পথচারীরাও। নির্বিচারে গ্রেপ্তার করা হয় ২৫০ জনকে।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা লোকাল কমিটির আবেদনকারী সদস্য কমরেড বাহারুল ইসলাম ২৮ আগস্ট দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে কলকাতার এক নার্সিংহোমে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। ঐদিন রাত্রি ১০টায় ভগবানগোলা পার্টি অফিসে তাঁর মরদেহ পৌঁছলে উপস্থিত শোকার্ত কমরেডরা ও বহু সাধারণ মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা জানান।

কমরেড বাহারুল ইসলাম সাতের দশকের শুরুতে ছাত্রাবস্থায় এস ইউ সি আই (সি) দলের সংস্পর্শে আসেন। সব বয়সের মানুষের সাথে তিনি সহজেই মিশতে পারতেন, বিশেষ করে শিশু ও মহিলাদের কাছে তিনি ছিলেন খুবই আপনজন। দলের সর্বস্তরের নেতৃত্বের প্রতি তাঁর মান্যতা ছিল প্রশ্নাতীত। কমরেড ও সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা তাঁকে সকলের কাছে প্রিয়পাত্রে পরিণত করেছিল। নেতৃত্ব তাঁকে যে কাজই দিক না কেন, তিনি কখনও না বলতেন না।

৯ সেপ্টেম্বর ভগবানগোলায় প্রয়াত কমরেডের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সম্পাদক কমরেড সাধন রায় তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন গুণাবলি বিশ্লেষণ করে বক্তব্য রাখেন।

কমরেড বাহারুল ইসলাম লাল সেলাম

পাশ-ফেল ঃ সরকারকে স্পষ্ট মত দিতে হবে

একের পাতার পর

চালুর প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতায় এসেই তারা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেয় এবং অজুহাত দেয় যে, কেন্দ্রের ইউপিএ সরকারের 'শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯' মেনে পাশ-ফেল তুলে না দিলে পশ্চিমবঙ্গের জন্য কেন্দ্রীয় অনুদানে কোপ পড়বে। বাস্তবে এটা ছিল নিছকই অজুহাত। কারণ, শিক্ষা কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ তালিকাভুক্ত এবং তাই শিক্ষা নিয়ে রাজ্যের নিজস্ব অবস্থান থাকাটা সংবিধানসম্মতই।

আর এখন, কেন্দ্রীয় সরকার পাশ ফেল প্রথা প্রচলনের প্রসঙ্গে ধীরে ধীরে নরম মনোভাব গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। ২০টি রাজ্য পাশ-ফেল চালুর পক্ষে তাদের মত জানিয়ে দিয়েছে, কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বন্ধ হওয়ার কোনও ভয়ই নেই, তখন রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের শিক্ষামন্ত্রী বৈঠকে বসে রইলেন মুখে কুলুপ এঁটে। কেন? কেন তিনি রাজ্যবাসীর আকাঙ্খাকে মর্যাদা দিয়ে পাশ-ফেল চালুর পক্ষে বলিষ্ঠভাবে মত প্রকাশ করলেন না? কেন তাঁরা পাশ-ফেল ফিরিয়ে আনার প্রশ্নে রাজ্যের জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পূর্বতন সিপিএম সরকারের সঙ্গে একই পংক্তিতে বসতে চাইছেন? এটা কি রাজ্যবাসীর সাথে প্রতারণা নয়? তবে কি জনগণের মধ্যে অজ্ঞতা, অযোগ্যতা, যুক্তিহীন অন্ধ আনুগত্য ইত্যাদিই তৃণমূল সরকারের আসল শক্তি?

আর, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের শিক্ষামন্ত্রী স্মৃতি ইরানিই বা কেন রাজ্যগুলির মতামত সংগ্রহের নামে অযথা কালহরণ করছেন? কেন্দ্রীয় সরকার পাশ ফেল তুলে দেওয়ার সময় কারও মতামতের ধার ধারেনি, কয়েকজন পেটোয়া ব্যক্তি ছাড়া শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবক-শিক্ষাবিদদের কারও মতামতও নেয়নি। তখন যদি মত নেওয়ার প্রয়োজন না থাকে, তবে এখন পাশ-ফেল পুনঃপ্রবর্তনের প্রশ্নে মত নেওয়ার এই বাহানা কেন? দেশের ছাত্রছাত্রীরা তো তাদের মত দিয়েই দিয়েছে গত ২ সেপ্টেম্বর অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র ডাকে পাশ-ফেল প্রচলনের দাবিতে সর্বভারতীয় সফল ছাত্র ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে। দেশের বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনও পাশফেল চালুর পক্ষে দৃঢ় মত দিয়েছে। এমনকী, সংসদের স্ট্যান্ডিং কমিটির অধিকাংশ সদস্যও পাশ-ফেল ফিরিয়ে আনার পক্ষে মত দিয়েছে। দেশে পাশ-ফেল চালুর বিরুদ্ধে কোনও গণআন্দোলন নেই। বরং এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) এবং তার গণসংগঠন ও গণফোরামগুলি রাজ্যে রাজ্যে পাশ-ফেল চালু করার দাবিতে গণআন্দোলন করে চলেছে। এই অবস্থায় মতামত সংগ্রহের নামে কালহরণ বা বিলম্ব শিক্ষার মানকে আরও অবনমিত করতেই সাহায্য করবে। তাই অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে পাশ-ফেল চালু করতে হবে।

ভ্রম সংশোধন ঃ গণদাবীর ৬৮ বর্ষ ৭ সংখ্যায় প্রকাশিত সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের ৫ আগস্টের ভাষণে পাঁচের পাতার চতুর্থ কলমে ফুয়েরবাকের উদ্ধৃতি 'র‍্যাশানাল রেস্ট্রিকশন ফর আওয়ারসেলভস অ্যান্ড লাভ ফর আদার্স'-এ 'র‍্যাশানাল' কথাটি ভুলক্রমে 'ন্যাশনাল' ছাপা হয়েছে। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

হিন্দুত্ববাদী গেস্টাপো বাহিনীর হাতে খুন অধ্যাপক কালবার্গি

অন্ধ ধর্মোন্মাদদের ফ্যাসিস্ট আক্রমণের শিকার হতে হল আরও এক যুক্তিবাদী সত্যসন্ধানী মানুষকে। ২০১৩-র আগস্টে নরেন্দ্র দাভোলকর ও এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে গোবিন্দ পানসারের পর এবার প্রাণ হারালেন হাম্পি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য কর্ণাটকের প্রখ্যাত লেখক, শিক্ষাবিদ, সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত পণ্ডিত এম এম কালবার্গি। ছাত্র বলে পরিচয় দিয়ে ৩০ আগস্ট ধারওয়াড়ে কল্যাণনগরে তাঁর বাড়িতে ঢুকে খুব কাছ থেকে ৭৭ বছরের কালবার্গিকে গুলি করে পালায় তিন দুষ্কৃতী। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় কালবার্গির। পুলিশ এখনও আততায়ীদের খুঁজে না পেলেও এরা কোনও না কোনও উগ্র হিন্দুত্ববাদী দলের সদস্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ যেন হিটলারের নতুন গেস্টাপো বাহিনী! জাতপাত ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার 'অপরাধে' গত বছর থেকে উগ্র হিন্দুত্ববাদী বজরঙ দল, শ্রীরাম সেনা, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ইত্যাদির রোষের মুখে পড়েছিলেন তিনি। বার বার খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে তাঁকে। কালবার্গি হত্যার পরেই বজরঙ দলের নেতা ভুবিথ শেট্টি উল্লাস ভরা এক ট্যুইটে বলেছে, 'হিন্দুধর্ম নিয়ে তামাশা করলে কুকুরের মতো মরতে হবে'। ট্যুইটে আরেক যুক্তিবাদী লেখক কে এস ভগবানকে হত্যার হুমকিও দেওয়া হয়েছে।

কালবার্গি ছিলেন প্রাচীন কন্নড় ভাষাবিদ। মধ্যযুগের বীরশৈব সাহিত্য 'বচন' নিয়ে গবেষণা করেছেন তিনি। দ্বাদশ শতাব্দীতে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও তার জাত-পাত, বলিদান ইত্যাদি প্রথার বিরোধিতা করে বাসবান্না বীরশৈব নামে নতুন ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বীরশৈবদেরই সম্প্রদায়গত নাম লিঙ্গায়েত। কালবার্গি নিজেও ছিলেন এই সম্প্রদায়ের মানুষ। ১৯৮৯ সালে লিঙ্গায়েতদের ঐতিহ্য নিয়ে তাঁর গবেষণার ফল ঝড় তোলে। খোদ লিঙ্গায়েতদের কাছ থেকেই হত্যার হুমকি পান তিনি। গবেষণাপত্র প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। আজীবনের গবেষণায় কালবার্গি মূলত যা দেখাতে চেয়েছেন তা হল, হিন্দু ধর্মের ব্রাহ্মণ্যবাদী কুসংস্কারমূলক প্রথাগুলির বিরুদ্ধে বাসবান্নার সংগ্রাম ভুলে গেছে আজকের লিঙ্গায়েতরা। উদারতার চর্চা করার বদলে আজ তারা নিজেরাই গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদী। দাপুটে পুরুষতন্ত্রের কড়া সমর্থক। তিনি এও বলেছিলেন,

১ সেপ্টেম্বর ধারওয়াড়ে কলাভবন ময়দানে বিশিষ্ট নাগরিকেরা ডঃ এম এম কালবার্গির হত্যার প্রতিবাদে মিছিলে সামিল হন এবং মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি প্রদান করেন। এস ইউ সি আই (সি) ধারওয়াড় জেলা সম্পাদক কমরেড রামানজানাপ্পা আলদাল্লি সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বাসবান্না, যাঁকে গুরু বলে মানেন লিঙ্গায়েতরা, তাঁর দর্শন মানলে লিঙ্গায়েতদের কোনও ভাবেই হিন্দু বলা যায় না। এতেই আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে। কর্ণাটকের রাজনীতি-অর্থনীতিতে লিঙ্গায়েতরা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নিয়ে আছেন। তাঁরা যদি হিন্দু না হন, তাহলে হিন্দুত্ববাদীদের ভোটব্যাঙ্কে ফাটল ধরার সম্ভাবনা তৈরি হয়। আবার লিঙ্গায়েতরাও হিন্দু ধর্মের আওতার বাইরে চলে গিয়ে নিজেদের সংখ্যালঘু একটি সম্প্রদায়ের মানুষ ভাবতে রাজি নন, ইতিহাস যা-ই বলুক না কেন। উভয় দলের কাছেই কালবার্গির মতো সাহসী মানুষজনের অস্তিত্ব ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। তাই সরকারি দেহরক্ষী নিতে অস্বীকার করার দেড় বছরের মাথায় পৃথিবী থেকে তাঁকে সরিয়ে দিল হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিস্ট গুণ্ডারা।

কালবার্গি হত্যার ঘটনায় গভীর শোক ব্যক্ত করে ৩০ আগস্ট এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কর্ণাটক রাজ্য কমিটি অবিলম্বে এই মর্মান্তিক ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে রাজ্য সরকারের কাছে। যদিও এই দাবি পূরণ হবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। 'মহারাষ্ট্র অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূল সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা, ঠগবাজ যত বাবাজি, মাতাজি, জ্যোতিষী, গুণিনদের অপকর্মের বিরুদ্ধে লড়াকু সৈনিক ডঃ নরেন্দ্র দাভোলকর খুন হয়েছিলেন ২০১৩-র আগস্ট মাসে। দু-বছর পার হয়ে গেল, এখনও হত্যাকারীরা ধরা পড়েনি। কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব গোবিন্দ পানসারের হত্যাকাণ্ডেরও এ পর্যন্ত কিনারা হয়নি। হিন্দু মৌলবাদী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে সন্ত্রাসমূলক যে সমস্ত ঘটনায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরাধীদের শাস্তি পেতে দেখা যাচ্ছে না। সে মালেগাঁও বিস্ফোরণের ঘটনাই হোক বা সমঝোতা এক্সপ্রেস কিংবা হায়দরবাদের মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণই হোক। মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলার বিশেষ সরকারি আইনজ্ঞ (স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর) রোহিনী সালিয়ান সম্প্রতি যা মন্তব্য করেছেন তাতে হিন্দু মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের সম্পর্কে বিজেপি সরকারের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে যায়। সালিয়ান জানিয়েছেন, জাতীয় তদন্ত সংস্থা (ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি) তাঁকে নির্দেশ দিয়েছে, মালেগাঁও মামলায় অভিযুক্তদের প্রতি 'নরম' মনোভাব নিয়ে চলতে! কালবার্গির হত্যা তদন্তে পুলিশি গাফিলতির অভিযোগ ইতিমধ্যেই উঠতে শুরু করেছে। হত্যার ঘটনার পর পরই হত্যাকারীদের অন্য রাজ্যে পালিয়ে যাওয়ার পথ বন্ধ করতে কয়েকটি রাস্তায় চেকপোস্ট বসানো জরুরি ছিল। কর্ণাটক পুলিশ তা বসায়নি। দাভোলকর ও পানসারেকে যে কায়দায় খুন করা হয়েছে, তার সাথে কালবার্গি হত্যাকাণ্ডের মিল আছে। অথচ তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত সিআইডি এখনও পর্যন্ত মহারাষ্ট্র পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া বুলেটের খোল মিলিয়ে দেখেনি। শুধু তাই নয়, কল্যাণনগরে কালবার্গির বাসস্থানের কাছাকাছি যে সমস্ত সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছিল, সেগুলি নাকি খারাপ। অতএব হত্যাকারীদের খুঁজে পেতে এগুলি কোনও কাজেই আসবে না। এর পরে এ সন্দেহ অমূলক নয় যে, এই ধরনের অন্যান্য ঘটনার মতো কালবার্গির হত্যাকারীরাও হয়ত আইনের ফাঁক গলে বহাল তবিয়তে দিন কাটিয়ে যাবে এবং একের পর এক যুক্তি, বিজ্ঞান ও সত্যসন্ধানী প্রতিবাদী মানুষকে হত্যার ছক কষতে থাকবে।

বাংলাদেশে একের পর এক ব্লগার হত্যার ঘটনায় সেখানকার মুসলিম মৌলবাদী ফ্যাসিস্টদের নৃশংস বর্বরতায় শিউরে উঠেছে বিশ্বের সভ্য মানুষ। সেই ফ্যাসিস্ট জল্লাদদেরই জাতভাই হিন্দু মৌলবাদীরা ভারতেও শুধু মাথা তুলেছে তাই নয়, ভোটবাজ শাসক রাজনৈতিক দলগুলির মদতে তাদের রক্তলোলুপ থাবা ক্রমেই আরও বিস্তৃত হচ্ছে। অন্ধতা, যুক্তিহীনতা, মৌলবাদী চিন্তার অন্ধকার গোটা দেশকে আচ্ছন্ন করে রাখলে অবাধে শোষণ-লুণ্ঠন চালাতে যাদের সুবিধা হয়, সেইসব কায়েমি স্বার্থবাদীদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে এদের রমরমা বেড়ে চলেছে। একের পর এক সত্যসন্ধানী মানুষের হত্যাকাণ্ড দেখিয়ে দিচ্ছে, অবিলম্বে এই ফ্যাসিস্ট অন্ধতার বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে যুক্তি ও বিজ্ঞান চর্চার পাল্টা জোয়ার তৈরি করা কত জরুরি।

আর্থিক বিকাশের হার বাড়ছে, কর্মসংস্থান বাড়ছে না ঃ দায়ী কে

হঠাৎ শুনলে কেমন আজব ব্যাপার মনে হয়। একটি বণিকসভার সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, দেশের অর্থনীতির বিকাশ যখন লাফ দিয়ে ঘটছে, তখন কর্মসংস্থান হচ্ছে না। কিন্তু 'বিকাশ' মানে তো বৃদ্ধি, উন্নয়ন! তা হলে এ কেমন বিকাশ, যেখানে কর্মসংস্থান হয় না? এ তবে কীসের বৃদ্ধি, কার উন্নয়ন! হ্যাঁ, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার বর্তমান বার্ধক্য দশায় এমনটাই ঘটছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিশেষজ্ঞরা এর নাম দিয়েছেন কর্মহীন বিকাশ, কেতাবি নাম জবলেস গ্রোথ।

দেশের বণিকসভা অ্যাসোচেমের এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ২০০৪-০৫ আর্থিক বর্ষ থেকে ২০০৯-১০ পর্যন্ত যখন দেশের আর্থিক বৃদ্ধি ছিল তুঙ্গে, তখন কর্মসংস্থান বাড়া দূরের কথা, কমেছে। ৫০ লক্ষ মানুষ এই সময়ে কাজ হারিয়েছে। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ২০০১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে চাকরিপ্রার্থীর সংখ্যা ২.২৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেলেও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র ১.৪ শতাংশ। অথচ প্রতি বছর প্রায় এক কোটি ৩০ লক্ষ চাকরি প্রার্থী নতুন করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করছে।

বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের মধ্যে বিরাট এই ফারাকের কারণ কী? এ ব্যাপারে বণিকসভার মত, উৎপাদনের ক্ষেত্রকে কম গুরুত্ব দিয়ে পরিষেবা ক্ষেত্রকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার ফলেই এমনটা ঘটছে। ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের ৬৭.৩ শতাংশ পরিষেবা ক্ষেত্র থেকে এলেও এই ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান হয়েছে মাত্র ২৭ শতাংশ। অথচ মোট উৎপাদনের ১৫ শতাংশ উৎপাদন-শিল্প থেকে এলেও ১৫ শতাংশ কর্মসংস্থান সেখানেই হয়েছে। অন্য দিকে উৎপাদন ক্ষেত্রে একটি কর্মসংস্থান হলে তা অন্যান্য শিল্প ক্ষেত্রে তিনটি নতুন কর্মসংস্থান করে।

তা হলে উৎপাদন শিল্পের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র, যার উপর শুধু কর্মসংস্থানই নির্ভর করে না, মানুষের জীবনধারণের অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর সরবরাহও নির্ভর করে, তাকে গুরুত্ব দেওয়া হল না কেন? এর উত্তর অবশ্য বণিকসভার কর্তারা দেননি। কারণ এর দায়টা তাঁদের নিজেদের উপরেই বর্তায়। বহু বছর ধরে তাঁদেরই নির্মম শোষণের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আজ আর শিল্পদ্রব্য কেনার মতো আর্থিক ক্ষমতা নেই। ফলে শিল্পপণ্যের বাজার নেই। ফলে উৎপাদন শিল্প ধুঁকছে। পুঁজি ছুটছে উৎপাদনের অন্য ক্ষেত্রে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতিরা উৎপাদন করে সর্বোচ্চ পরিমাণ মুনাফা আদায় করতে। দেশের মানুষের প্রয়োজন মেটানো বা কর্মসংস্থান করা নিয়ে তাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। পরিষেবা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে যদি বেশি মুনাফা হয়, তবে তারা উৎপাদন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ না করে পরিষেবা ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ করবে। যদি আদৌ উৎপাদনে বিনিয়োগ না করে ফাটকায় বিনিয়োগ করলে বেশি মুনাফা হয় তবে ফাটকাতেই বিনিয়োগ করবে। বাস্তবে তাই ঘটছে। দেশি-বিদেশি সব পুঁজিপতিদেরই পুঁজি আজ যত না উৎপাদন ক্ষেত্রে খাটছে, তার থেকে বেশি খাটছে শেয়ার বাজারে, অন্যান্য ফাটকা ক্ষেত্রে। দেশের সাধারণ মানুষের রুজি-রোজগার হোক বা না হোক, পুঁজিপতিদের মুনাফা বাড়ছে। ফলে হিসেবের নিরিখে আর্থিক বৃদ্ধির শতাংশ বাড়ছে। পাশাপাশি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনমান ক্রমাগত নিচে নামছে, বেকারি বাড়ছে, অনাহার বাড়ছে, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু বাড়ছে। তাই যে আর্থিক বৃদ্ধির কথা বলে আজ অরুণ জেটলি নরেন্দ্র মোদিরা গলা ফাটাচ্ছেন, এর আগে চিদম্বরম মনমোহন সিং-রা গলা ফাটিয়েছেন, সেই আর্থিক বৃদ্ধি আসলে সমাজের মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের সম্পদ বৃদ্ধি, এর সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের কোনও সম্পর্ক নেই। বরং এমন বৃদ্ধি যত ঘটবে ততই মানুষের দুরবস্থা বাড়বে। কারণ দেশের অধিকাংশ মানুষকে নিংড়ে নিয়েই তো মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির এই বৃদ্ধি। তাই এই বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে তাদের শ্রম আইন বদলে শ্রমিকদের দাস বানানোর ব্যবস্থা করতে হয়, চাষির জমি নির্বিচারে কেড়ে নেওয়ার জন্য জমি অধিগ্রহণ আইন বদলে ফেলতে হয়, একের পর এক অর্ডিন্যান্স জারি করতে হয়, দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তি, খনি জমি জল জঙ্গল নদী সমুদ্র প্রভৃতি সমস্ত সম্পদ পুঁজিপতিদের মুনাফার জন্য বেপরোয়াভাবে তাদের হাতে তুলে দিতে হয়। তাতে পুঁজিপতিদের সম্পদ বৃদ্ধি হয় ঠিকই, কিন্তু বেশির ভাগ মানুষকে নিঃস্ব হতে হয়। সেই ঘটনাই ভারত সহ সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে ঘটে চলেছে।

পুঁজিবাদী এই ব্যবস্থাটিকে টিকিয়ে রেখে এই সংকটের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোনও উপায় নেই। কারণ এই ব্যবস্থা তার নিজেরই তৈরি এক দুষ্টচক্রের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। মালিকী শোষণে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা আজ তলানিতে ঠেকেছে। ফলে ক্রেতার অভাবে মালিকদের উৎপাদিত পণ্যের সমস্তটা বাজারে বিক্রি হচ্ছে না। কারখানায় লে-অফ হচ্ছে, ছাঁটাই হচ্ছে, লক-আউট হচ্ছে, শ্রমিক-কর্মচারীরা কাজ হারাচ্ছে। এর ফলে বাজারে ক্রেতার সংখ্যা আরও কমছে। এই অবস্থায় মালিকরা তাদের লাভের পরিমাণ অটুট রাখতে উৎপাদন কমিয়ে দাম অনেক বাড়িয়ে দিচ্ছে। কল-কারখানা বন্ধ করে ফাটকায় টাকা খাটাচ্ছে। ফলে কর্মসংস্থান বাড়া দূরের কথা, ক্রমাগত কমছে। এইভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা সংকটের মধ্যেই হাবুডুবু খাচ্ছে। এই মরণ-ফাঁদ থেকে বের হওয়ার কোনও উপায় মালিকদের, বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের কাছে নেই। জবলেস গ্রোথ বা বেকারত্ব ভরা বিকাশ নিয়ে অর্থনীতির পণ্ডিতদের মধ্যে চর্চা বহু হয়, হয় না শুধু বেকারত্ব দূরীকরণের বিজ্ঞানসম্মত পথ নিয়ে।

আজ যদি সমস্ত মানুষের জীবনমানের বিকাশ ঘটাতে হয়, যদি বৃদ্ধির সঙ্গে সকলের জন্য কর্মসংস্থানের যোগসূত্র স্থাপন করতে হয় তবে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাকে ব্যক্তিমালিকানা ব্যবস্থা থেকে, পুঁজিপতিদের লুঠের হাত থেকে, মুনাফার হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। তার জন্য চাই এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরিবর্তন, যে ব্যবস্থা মালিকদের এই শোষণ-লুণ্ঠনের আইনি এবং নৈতিক ছাড়পত্র দেয়। চাই সমাজের সমস্ত মানুষের প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যকে সামনে রেখে উৎপাদন ব্যবস্থায় সামাজিক মালিকানার প্রবর্তন।

৪০ দিন লাগাতার ধর্না
দিল্লিতে আশাকর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ দাবি আদায়

দীর্ঘ ৪০ দিন লাগাতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত দিল্লি আশা ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবি আদায় করতে সমর্থ হল। কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন প্রকল্পের অধীন এই কর্মীরা প্রসূতি ও নবজাতক শিশুদের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কিন্তু সরকার এখনও তাদের স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতি দেয়নি। সামাজিক সুরক্ষা, পেনশন, পি এফ ইত্যাদি থেকেও তারা বঞ্চিত। বাঁচার মতো মজুরিও এদের দেওয়া হয় না। এই সমস্ত দাবি নিয়ে আশা কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। তারই এক চূড়ান্ত পর্যায়ে দিল্লির আশাকর্মীরা আদায় করে নিলেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবি।

২৮ জুন থেকে ৭ আগস্ট, একটানা ৪০ দিন তীব্র গরম, পারিবারিক সমস্যা, প্রশাসনিক অসহযোগিতা ইত্যাদি উপেক্ষা করে, জান কবুল করে প্রতিবাদী ধরনায় সামিল ছিলেন আশা কর্মীরা দিল্লি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বাড়ির পাশের ধর্নামঞ্চে। প্রথম দিকে সরকার অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ও গণতান্ত্রিক এই দাবির প্রতি কোনও কর্ণপাতই করেনি। হাজার হাজার মহিলা বাড়ি ঘর ছেড়ে কেন রাজপথে সোচ্চার তা ভেবেও দেখেনি। ফলে ধরনার সময়কাল বাড়তে থাকে। আন্দোলনকারীরাও প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা ভাঙতে শেষ পর্যন্ত লাগাতার অনশন ও গণঅনশনের দিকে যেতে বাধ্য হয়। ৩ দিন অনশন চলে এবং শেষদিন এক হাজার আশাকর্মী অনশনে সামিল হন। তারই চাপে ৭ আগস্ট সন্ধ্যায় দিল্লি সরকারের প্রতিনিধি দল ধর্না মঞ্চে আসে এবং ২০ দফা দাবিসনদের অধিকাংশই মেনে নেওয়ার আশ্বাস দেন।

কী কী দাবি পূরণের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে? দিল্লি সরকারের স্বাস্থ্যবিষয়ক পরিষদীয় সচিব রাজেশ গুপ্ত, পরিষদীয় ব্যুরো ডিরেক্টর ডাঃ রত্নেশ গুপ্ত, স্বাস্থ্যমন্ত্রকের উপদেষ্টা ডাঃ সুরভী সিংহ ধর্না মঞ্চে এসে বলেন, (১) সরকার কোর ইনসেনটিভ দ্বিগুণ করবে, জেনারেল ইনসেনটিভ ২৫-১০০ শতাংশ বাড়াবে, (২) প্রয়োজনীয় স্টেশনারি দ্রব্য কেনার জন্য ২০০ টাকা করে দেওয়া হবে, (৩) দুই সেট ইউনিফর্ম প্রতি বছর দেওয়া হবে, (৪) প্রত্যেক আশাকর্মীকে মোবাইল ফোন দেওয়া হবে, তার খরচ সরকার বহন করবে, (৫) চাকরিতে স্থায়ীকরণের দাবি বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপারিশ করা হবে। অন্যান্য আরও কিছু দাবি পূরণের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদিকা মমতা রাও, সভাপতি কমরেড ম্যানেজার চৌরাশিয়া, এ আই ইউ টি ইউ সি দিল্লি রাজ্য সভাপতি কমরেড হরিশ ত্যাগী এবং সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আর কে শর্মা এই জয়ের জন্য আশাকর্মীদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানান। তাঁরা বলেন, আংশিক কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ এই জয়কে আধার করে চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য সংগঠনকে শক্তিশালী ও আন্দোলনকে তীব্রতর করতে হবে। রাজ্যে রাজ্যে আশাকর্মীদের আন্দোলনের সামনে এই জয় অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করবে।

বিপ্লবী বাঘাযতীনের মৃত্যুশতবর্ষ স্মরণে

ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে আপসহীন ধারার মহান বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যিনি পরিচিত 'বাঘা যতীন' নামে। ৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ বালেশ্বরের জঙ্গলে 'বুড়িবালাম' নদীর তীরে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে এক অসম যুদ্ধে আহত হন। পরদিন ১০ সেপ্টেম্বর শহিদের মৃত্যুবরণ করেন।

এই মহান বিপ্লবীর মৃত্যুশতবর্ষ উপলক্ষে ১০ সেপ্টেম্বর বরানগর বাঘাযতীন রোডে অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও-ডি এস ও-এম এস এস-এর আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে পূর্ণ মর্যাদায় পালিত হয় এই দিনটি। মহান বিপ্লবীর জীবন সংগ্রামের কিছু দিক সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয় ও কিছু দুর্লভ ছবি প্রদর্শিত হয়। বিপ্লবী বাঘাযতীনের ছবিতে মাল্যদান করেন অঞ্চলের বিশিষ্ট নাগরিক, বরানগর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক কনজিউমারস সাফারার্স ফোরামের সদস্য সুমন্ত দাস। এলাকার নাগরিকরাও উপস্থিত ছিলেন। মৃত্যু শতবর্ষে মহান এই বিপ্লবীর নামাঙ্কিত রাস্তায় তাঁর মূর্তি স্থাপনের দাবি উত্থাপিত হয়। এই বিষয়ে গণস্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র আগামী দিনে পৌরসভার চেয়ারম্যান, বিধায়ক ও সাংসদের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হবে বলে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান।

বর্ধমানে কৃষি ও কৃষক বাঁচাও কমিটির দাবিপত্র পেশ

শিলাবৃষ্টি-ঝড় ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ প্রদান, কৃষিঋণ মকুব, বিদ্যুৎ বিল মকুব, শস্যবিমা চালু, ধানের সহায়ক মূল্য ১৮০০ টাকা ঘোষণা, সার-বীজ-কীটনাশকের মূল্যবৃদ্ধি রোধ ও কালোবাজারি বন্ধ এবং ক্ষতিপূরণের টাকা নিয়ে দলবাজি বন্ধ করার দাবিতে ২৭ আগস্ট বর্ধমান জেলাশাসকের কাছে দাবিপত্র পেশ করে কৃষি ও কৃষক বাঁচাও কমিটি। নেতৃত্ব দেন দনা গোস্বামী, অনিরুদ্ধ কুণ্ডু প্রমুখ।

দক্ষিণ বারাসতে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভ

জয়নগর থানার রাজাপুর-করাবেগ অঞ্চলের রাজাপুর গ্রাম এবং মায়াহাউড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাপুলির চক গ্রামে ট্রান্সফরমার পুড়ে গিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে অচল হয়ে পড়ে রয়েছে। দক্ষিণ বারাসতের মুকুন্দপুর গ্রামেও ট্রান্সফরমার পুড়ে এবং তার ছিঁড়ে, পোল পড়ে গিয়ে বিদ্যুৎ না থাকায় গ্রাহকরা প্রচণ্ড গরমে কষ্ট পাচ্ছিলেন। এরই সাথে রয়েছে লোডশেডিং, লো-ভোল্টেজ, ভুতুড়ে বিল সহ অন্যান্য সমস্যা। এই তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের চার শতাধিক গ্রাহক ১১ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ বারাসত বিদ্যুৎ দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে ঘেরাও করে অবিলম্বে সমস্যাগুলি সমাধানের দাবি জানান। জয়নগর থানার পুলিশ এসে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করলে গ্রাহকদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। অবশেষে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার তিনটি এলাকার ট্রান্সফরমার, পোল বসানো ও তার লাগানোর কাজ সাত দিনের মধ্যে করবেন বলে আশ্বাস দেওয়ার পর ঘেরাও তুলে নেওয়া হয়। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন অ্যাবেকার জেলা সম্পাদক দিব্যেন্দু মুখার্জী ও গোপাল মালি প্রমুখ।

নারায়ণগড় থানায় বিক্ষোভ

রাজ্য সরকার স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদির কাছে মদের দোকান বা বার খোলার দূরত্ব কমিয়ে দিয়ে কর্পোরেশন এলাকায় ৩০০ ফুট ও পুর এলাকায় ৫০০ ফুট করতে চলেছে এবং নতুন করে ১০০টি বারের লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন। সংগঠনের নারায়ণগড় আঞ্চলিক শাখা ১০ সেপ্টেম্বর থানায় ডেপুটেশন দেয়। সংগঠনের পক্ষে কমরেডস ঝর্ণা জানা, জয়শ্রী চক্রবর্তী, দীপালি মাইতি, মিনতি ওঝা প্রমুখ বলেন, ২০১৩ সালে এই সরকার ১৩০০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করার নামে বহু মদের দোকান খোলার অনুমতি দিয়েছিল। বামফ্রন্ট আমলেও রাজস্ব বৃদ্ধির একই অজুহাতে মদের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। এর ফলে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, খুন, নারী-শিশু পাচার দিনের পর দিন ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়েছে।

নারায়ণগড় থানা এলাকায় যত্রতত্র ঢালাও মদ বিক্রি এবং মদ খেয়ে মা বোনদের উপর অত্যাচার বন্ধ করার দাবি জানান তাঁরা।

কোলাঘাটে বিডিওকে ডেপুটেশন

সকল গরিব মানুষকে খাদ্য নিরাপত্তা আইনের অন্তর্ভুক্তিকরণ, সাম্প্রতিক অতিবর্ষণে ব্লকের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের অবিলম্বে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, মজে যাওয়া সমস্ত নিকাশি খাল বর্ষার পরই সংস্কার সহ দশ দফা দাবিতে এস ইউ সি আই (সি) কোলাঘাট ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে ২৪ আগস্ট বিডিও অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিডিওকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। অন্যান্য দাবিগুলি হল, জলবন্দি ব্লকে অধিবাসীদের আগামী বিকল্প চাষের ধান না ওঠা পর্যন্ত রেশনের মাধ্যমে খাদ্যশস্য সরবরাহ, ডুবে থাকা পুকুরগুলির জলশোধনের ব্যবস্থা, রূপনারায়ণের নদীবাঁধ ভাঙন রোধে স্থায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রভৃতি।

ডেপুটেশনের প্রতিনিধি দলে ছিলেন কমরেডস মধুসূদন বেরা, নারায়ণচন্দ্র নায়ক, চন্দ্র মানিক, শংকর মালাকার, মিলন মণ্ডল। বিডিও বলেন, সকল গরিব মানুষ ঐ আইনের অর্ন্তভুক্তিকরণের জন্য ফর্ম পূরণের সুযোগ পাবেন, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণের টাকা খুব শীঘ্র চেকের মাধ্যমে দেওয়া হবে। এজন্য কৃষি দপ্তরে ২৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে ব্লকের কৃষি আধিকারিকের কাছে জমা দিতে হবে।

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডি এ-র দাবি

কেন্দ্রীয় সরকার ৬ শতাংশ মহার্ঘভাতা ঘোষণা করার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার বলেন, মহার্ঘভাতার দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের কর্মচারীরা সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত। বঞ্চনা এতটাই চূড়ান্ত যে আজ আমাদের সংগঠন সহ অন্যান্য সংগঠন বিভিন্ন জেলাতে যে বিক্ষোভের কর্মসূচি পালন করেছে তাতে শাসকদলের সাধারণ সমর্থকরাও সামিল হয়েছে। সংগঠনের দাবি, অবিলম্বে প্রাপ্য দিন থেকে ৫৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা দিতে হবে এবং বেতন সংশোধন করতে হবে। এই দাবিতে ১০ সেপ্টেম্বর নবমহাকরণ, প্রাণীসম্পদ ভবন, স্বাস্থ্যভবন, বাঁকুড়া, দার্জিলিং সহ বিভিন্ন জেলায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামী দ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত স্মরণে কমরেড প্রভাস ঘোষের শ্রদ্ধার্ঘ্য

দ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটির উদ্যোগে তাঁর শততম জন্মদিবস ১০ সেপ্টেম্বর কলকাতায় ভারতীয় যাদুঘরের আশুতোষ জন্মশতবার্ষিকী হলে আয়োজিত সভায় সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ আমন্ত্রিত বক্তা ছিলেন। কমরেড ঘোষ অসুস্থ থাকায় স্মারকগ্রন্থে তাঁর লিখিত শ্রদ্ধাঞ্জলিটি সভায় পাঠ করে শোনান দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর সাহা।

"দ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত জন্মশতবর্ষ কমিটি তাঁর জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করার কর্মসূচি নিয়েছে। এই স্মারকগ্রন্থে আমার একটি লেখা তাঁরা চেয়েছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমার তাঁকে চেনা এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতার সুযোগে। তাঁর সম্পর্কে মূলত আমি জেনেছি আমাদের দলের প্রয়াত মহান নেতা এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের প্রতিষ্ঠাতা মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ এবং তাঁর সহযোদ্ধা কমরেড নীহার মুখার্জীর কাছ থেকে। তাছাড়া বিভিন্ন গণআন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা যতটুকু দেখবার আমি সুযোগ পেয়েছি সে অভিজ্ঞতা থেকে। এরই ভিত্তিতে স্বল্প পরিসরে আমি এই লেখার মাধ্যমে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

তাঁর বাল্যকাল কেটেছে বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায়। সেই যুগটা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিযুগ। অবিভক্ত বাংলায় স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তাপ, ক্ষুদিরামের ফাঁসিতে প্রাণ বলিদান, বাংলার ঘরে ঘরে প্রতিযোগিতা—'কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান', এভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের যূপকাষ্ঠে প্রাণ দেওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি—এমন যুগের পরিমণ্ডলে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমার বল্লভদি গ্রামে ১৯১৬ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তাঁর জন্ম। ওই পরিবেশে তাঁর কৈশোর, যৌবন ও বড় হয়ে ওঠা এবং তাঁর শিক্ষার পাঠ। সেই সময় বাংলাদেশে একদিকে নবজাগরণের প্রতিনিধি রামমোহন, বিদ্যাসাগর, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীদের প্রভাব, তাঁদের জীবন ও কর্মের চর্চা ছাত্র-যুবকদের অনুপ্রাণিত করেছিল। অন্যদিকে রাজনীতিতে, শিল্পে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, কৃষ্টিতে বলতে গেলে সর্বক্ষেত্রে এক সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গৌরবময় অধ্যায় রচিত হয়েছিল। এই পরিবেশেই তাঁর শৈশব-কৈশোর জীবন গড়ে উঠেছিল। সে সময় স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্র-যুবদের মধ্যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রভাব ছিল অপরিসীম। এই প্রভাবে তিনি সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং নেতাজির অনুগামী হন। স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি কারারুদ্ধও হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জী যখন কংগ্রেস ত্যাগ করেন, তিনিও সেই সময় কংগ্রেস ছেড়ে কে এম পি পি দলে যোগ দেন। যদিও তিনি স্বল্পদিনের মধ্যে সেই দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। তাঁর কাছে সরকারি দলের উচ্চ রাজনৈতিক পদ ও মন্ত্রীত্বের সুযোগ থাকলেও সেগুলির দিকে তিনি কোনও দিন ফিরেও তাকাননি।

আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি, যে কোনও মানুষকে শ্রদ্ধা জানানোর একটাই মানে, তা হল সেই ব্যক্তির গুণাবলিকে জানা ও নিজেদের জীবনে চর্চা করা। শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে যে গুণাবলি আমরা স্মরণ করি, তা যেন নিজেদের জীবনচর্চায় কাজ করে। তাছাড়া তো এর কোনও মানে থাকতে পারে না। এক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করছি।

তিনি মার্কসবাদী ছিলেন না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র, নজরুল এঁদের প্রভাবে কমিউনিজম ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে ছিলেন গভীর শ্রদ্ধাশীল। আজ মনে পড়ছে, প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি শিক্ষা পুনঃপ্রবর্তনের আন্দোলনের সময় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলের এক সভায় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ নীহাররঞ্জন রায় সিপিএম সরকারকে সমালোচনা করতে গিয়ে মার্কসবাদকে আক্রমণ করেন। পরের বক্তা হিসেবে শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন, 'আমি মার্কসবাদী নই, কিন্তু আমি জানি মার্কসবাদ একটি মহান দর্শন। সিপিএম মার্কসবাদকে অনুসরণ করে না।'

তিনি আমাদের দলের অত্যন্ত আপনজন ছিলেন। আমাদের দলের বিপদে-আপদে সবসময়ে তিনি নিজেই এগিয়ে এসে সাহায্য করতেন। তাতে তিনি খুব তৃপ্তি পেতেন। বহু ঘটনাই স্মৃতিতে ভাসছে। তিনি আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা মহান মার্কসবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। উত্তর কলকাতার টালায় কমরেড নীহার মুখার্জী সহ আরও অনেক নেতা-কর্মী যে কমিউনে থাকতেন, শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত তাঁর বাড়ির তৈরি রান্না করা খাবার নিয়ে মাঝে মাঝে সেখানে হাজির হতেন। কারণ তিনি জানতেন আমাদের দলের অভাবের কথা এবং এই কমিউন কীভাবে চলে তা জানতেন। তিনি মাঝে মাঝে ধর্মতলা স্ট্রিটে (বর্তমানে লেনিন সরণী) আমাদের দলের কেন্দ্রীয় অফিসেও রান্না করা খাবার পাঠিয়ে দিতেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ দিল্লিতে যখন পার্টির কাজে যেতেন তাঁর এম পি কোয়ার্টারে থাকার ব্যবস্থা হত। তিনি বৌদিকে নিয়ে যেতেন যত্ন করার জন্য। এইসব বহু ঘটনাই আজ স্মৃতিতে ভিড় করছে। তাঁর মৃত্যুতে আমরা একজন অভিভাবকতুল্য আপনজনকে হারিয়েছি। তিনি ছিলেন যথার্থ একজন স্বাধীনচেতা, উচ্চ মূল্যবোধসম্পন্ন মানবতাবাদী মানুষ। তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টবাদী। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সত্যনিষ্ঠার সাথে দৃঢ়ভাবে শোষিত মানুষের স্বার্থে তিনি কাজ করে গেছেন।

১৯৫২ সালের পর থেকে তিনি সরাসরি কোনও রাজনৈতিক দলের সাথে নিজেকে যুক্ত রাখেননি। তিনি নিজেকে দলীয় রাজনীতির বাইরে রেখেছিলেন। যদিও সরাসরি কোনও রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত না থাকলেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গণআন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন বা সরকারি কোনও অন্যায় নীতির বিরুদ্ধে সবসময় তিনি সাধারণ মানুষের পাশে থেকেছেন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, এমনকী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। যেটা সত্য বলে ভেবেছেন, তা বলতে বা প্রকাশ করতে কোনও দ্বিধা তাঁর কাছ থেকে কেউ প্রত্যক্ষ করেননি।

তিনি আইন পাশ করে আইনজীবী হিসেবে আয়কর বিষয়ে প্রথমে কাজ শুরু করেন। পরবর্তীকালে ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জীর পরামর্শে আইনজীবী হিসেবে একমাত্র শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বার্থে আইনি লড়াই চালানোর কাজকে তাঁর পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রেও যে সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারীর পারিশ্রমিক দেওয়ার মতো ক্ষমতা থাকত না তাদের জন্য তিনি বিনা পারিশ্রমিকে আইনি লড়াই করেছেন।

সংসদীয় রাজনীতিতে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। মূলত সিপিএম ব্যতীত আমাদের দল সহ অন্য বামপন্থীদের সমর্থনে নির্দল সদস্য হিসাবে তিনি ১৯৬০ সালে পশ্চিমবাংলার বিধান পরিষদে, ১৯৬৪ সালে রাজ্যসভায় এবং ১৯৭০ সালে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন। এখানেও তিনি তাঁর ক্ষমতা, যোগ্যতা, দক্ষতা ও সাধারণ মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার নজির রেখেছেন। এ ক্ষেত্রেও তাঁর দায়িত্ব পালনে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। কীভাবে তিনি তাঁর দায়িত্ব যোগ্যতার সাথে পালন করতে পারেন, সে বিষয়ে পরিচিতদের কাছ থেকে সবসময়ে পরামর্শ নিতেন। এই সুবাদে আমাদের দলের নেতৃবৃন্দের সাথে নানা বিষয় নিয়ে তাঁর আলোচনা হত, তিনি পরামর্শ চাইতেন এবং সঠিক মনে হলে তা কার্যকর করার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। মালিক শ্রেণি ঘেঁষা শ্রমআইন সংশোধনের বিরুদ্ধে, শ্রমিকদের অধিকারগুলি রক্ষার পক্ষে আইনসভার মধ্যে সোচ্চার ছিলেন এবং আইনসভার বাইরে শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে আইনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। আইনসভার সদস্য হিসাবে তাঁর বক্তৃতায় শ্রম আইন সম্পর্কিত নানা বিষয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবদানও তিনি রেখে গেছেন।

তিনি বন্দিমুক্তি কমিটির নেতা ছিলেন। ছয়ের দশকে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির দাবিতে যে আন্দোলন হয়েছিল, তাতে তিনি প্রথম সারিতে ছিলেন। এই আন্দোলনের ফলে রাজ্য সরকার রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

এ দেশের মানুষের প্রায় সকলের জানা আছে যে, ১৯৭৯ সালে সিপিএম সরকার শিক্ষার ওপর এক মারাত্মক আঘাত হানে। প্রাথমিক স্তরে পরীক্ষায় পাশ-ফেল প্রথা ও ইংরেজি তুলে দেয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নির্বাচিত পরিচালকমণ্ডলী ভেঙে দিয়ে সরকার মনোনীত ব্যক্তিদের সেই পদে বসিয়ে রাজ্য সরকার শিক্ষার স্বাধিকারকে হরণ করে। রাজ্য সরকারের এই জনবিরোধী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আমাদের দলের উদ্যোগে প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে পশ্চিমবাংলায় গড়ে ওঠে ঐতিহাসিক ভাষা শিক্ষা আন্দোলন। গঠিত হয় শিক্ষা সংকোচন বিরোধী ও স্বাধিকার রক্ষা কমিটি। এই আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা হিসেবে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নেন ও তাঁর সাধ্যমতো ভূমিকা পালন করেন। এই আন্দোলনের আইন অমান্য কর্মসূচিতে তিনি কারাবরণও করেছেন। ১৯৮২-৮৩ সালে বাসভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আমাদের দলের উদ্যোগে গড়ে ওঠা আন্দোলনের উপর রাজ্য সরকারের বর্বর পুলিশি আক্রমণের বিরুদ্ধে যাঁরা সোচ্চার হয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। দেখা গিয়েছে তিনি সাধারণ মানুষের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের পাশে থেকেছেন, সক্রিয় অংশ নিয়েছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন যা আমরা আজও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

একটি বিশেষ ঘটনার এখানে উল্লেখ করা জরুরি মনে করি। তা হল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় আমাদের দলের ওপর দল গঠনের শুরু থেকেই জোতদার, ধনী চাষি ও সুবিধাভোগী শ্রেণি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চালাত। আমাদের দলের বহু নেতা-কর্মীদের বহু মূল্যবান প্রাণ তারা কেড়ে নিয়েছে, মিথ্যা কেসে ফাঁসিয়েছে, হয়রানি করেছে। সেই মিথ্যা মামলায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ৯ বারের জয়ী বিধায়ক আমাদের দলের রাজ্য কমিটির সদস্য প্রবোধ পুরকাইত সহ ১১ জন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আজও জেলের অভ্যন্তরে *(সম্প্রতি তিনি মুক্তি পেয়েছেন— সম্পাদক)*। সেই সময় আমাদের দলের বিরুদ্ধে সকল সংবাদপত্র ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি বিরামহীন কুৎসা রটিয়ে যাচ্ছিল। শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত আমাদের দলকে চিনতেন এবং জানতেন আমাদের দল এই ধরনের অন্যায় কাজ করতে পারে না। তখন তিনি ক্যান্সারের রোগী, সদ্য অপারেশন করিয়ে কলকাতার বাসভবনে প্রায় শয্যাশায়ী ছিলেন, কিন্তু আমাদের দলের বিরুদ্ধে জঘন্য আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুপথযাত্রী ঐ প্রবীণ মানুষটি নিজের উদ্যোগে তদন্ত কমিটি গঠন করে সুন্দরবনের দুর্গম এলাকা পরিদর্শন করে রিপোর্ট পেশ করে দেখান যে সবই মিথ্যা ও অপপ্রচার। এই পরিদর্শনকালে আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। দেখেছিলাম হাসিমুখে কত অসুবিধাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন। এসব কি আমরা ভুলতে পারি! আজ দেশের খুবই দুর্দিন। অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, পারিবারিক জীবন সবই ধসে পড়ছে। রাজনীতির নামে নীতিহীনতা, মনুষ্যত্বহীনতা, গদিসর্বস্বতা, লোকঠকানো, মিথ্যাচারের কদর্য স্রোত বইছে। এই দুঃসময়ে এই ধরনের উচ্চমানবিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন ন্যায়নিষ্ঠ, সৎ, নির্ভীক, স্বাধীনচেতা, নিপীড়িত-শ্রমিকদরদি মানুষের খুবই প্রয়োজন।"

শিক্ষক দিবসে বি পি টি এ-র অবস্থান

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শিক্ষা ও শিক্ষক স্বার্থবিরোধী নানা পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসের সরকারি অনুষ্ঠান বয়কট করে ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে সারাদিন অবস্থান আন্দোলন কর্মসূচি পালন করা হয় এবং রাজ্যপালের দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা ও চতুর্থ শ্রেণির শেষে বৃত্তি পরীক্ষা পুনরায় চালু, বিজ্ঞানভিত্তিক-কুসংস্কারমুক্ত সিলেবাস প্রণয়ন, 'টেট প্রশ্নপত্র উধাও' ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের শাস্তি, সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে ২০০৪-'০৫ পর্যন্ত সমস্ত পিটিটি শিক্ষার্থীদের শিক্ষকপদে নিয়োগ, কেন্দ্রীয় হারে ডি এ প্রদান ও ষষ্ঠ পে কমিশন গঠন, বিদ্যালয়ে অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ, মিড-ডে মিলে বরাদ্দ বৃদ্ধি, বিদ্যালয়ের কন্টিনজেন্সি ফান্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি, সমস্ত স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সম্পূর্ণ আর্থিক দায়িত্ব সরকার কর্তৃক বহন, শিক্ষকদের উপর শারীরিক নিগ্রহে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রভৃতি দাবিতে শিক্ষকরা সোচ্চার হন।

সমিতির সভাপতি কার্ত্তিক সাহা বলেন, পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার ফলে গোটা দেশে শিক্ষার মানের দ্রুত অবনমন ঘটছে। অথচ এই প্রথা পুনঃপ্রবর্তনের সময় কেন্দ্র-রাজ্য টানাপোড়েন চলছে, এ অত্যন্ত নিন্দনীয়। তিনি অবিলম্বে পাশ-ফেল চালুর দাবি জানান। সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হাণ্ডা সহ অজিত হোড়, কনক সরদার, মোসাব্বর হোসেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

ইকুয়েডরে আন্দোলনকারীদের উপর ব্যাপক পুলিশি অত্যাচার

রোম যখন পুড়ছিল, সম্রাট নিরো তখন বেহালা বাজাচ্ছিলেন। ইকুয়েডরের সাম্প্রতিক ঘটনা প্রসঙ্গে এই প্রাচীন ও বহুব্যবহৃত প্রবাদটি মনে না পড়ে উপায় নেই। সত্যি সত্যিই গত ১৩ আগস্ট রাতে রাজধানী কুইটোতে রায়ট পুলিশ যখন আন্দোলনকারীদের উপর, বিশেষ করে মহিলা বিক্ষোভকারীদের গোপনাঙ্গ লক্ষ করে নির্বিচারে লাঠি চালাচ্ছিল, টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটাচ্ছিল, ঘটনাস্থল থেকে একটু দূরে শহরের প্রধান চকে প্রেসিডেন্ট রাফায়েল কর্রিয়া তখন ব্যান্ড পার্টির বাজনার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইছিলেন! পুঁজিবাদী দেশের শাসনকর্তা ও তাদের তাঁবেদার পুলিশের আচরণ সমস্ত দেশে এই রকমই নির্মম, বর্বর।

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পশ্চিমের দেশ ইকুয়েডর এখন আন্দোলনে উত্তাল। দেশের হাজার হাজার মানুষ সংবিধানের প্রস্তাবিত সংশোধনীর বিরুদ্ধে একজোট হয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। এই সংশোধনী গৃহীত হলে, ২০১৭-তে তৃতীয় দফার রাষ্ট্রপতিত্ব শেষ হওয়ার পরে আবার অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্রিয়ার রাষ্ট্রপতি হতে আর বাধা থাকবে না। এ জিনিস মানতে রাজি নন ইকুয়েডরের সাধারণ মানুষ। এছাড়াও তাঁদের আপত্তি রয়েছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে সরকারের প্রস্তাবিত অবাধ বাণিজ্যের চুক্তি নিয়ে। সরকারের জল সংক্রান্ত নীতি ও শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে মানুষ সোচ্চার। প্রতিবাদ উঠেছে বাকস্বাধীনতা ক্রমাগত খর্ব করার সরকারি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। শ্রম আইন ও পেনশন নিয়ে সরকারের জনবিরোধী পরিকল্পনারও বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন তাঁরা। এসবের প্রতিবাদে পথে নেমেছিলেন ইকুয়েডরের মানুষ। ১১ আগস্ট জনজাতিদের ও অন্যান্য বেশ কয়েকটি সংগঠনের ডাকে দেশজোড়া ধর্মঘট পালিত হয়। চলছে একের পর এক বিক্ষোভ কর্মসূচি। পুলিশ আন্দোলনকারীদের উপর নির্মম আক্রমণ চালিয়েছে, নির্বিচারে গ্রেপ্তার করেছে, ঘরে ঘরে তল্লাসি পর্যন্ত চালাতে ছাড়েনি। ১৫ আগস্ট 'কোটোপ্যাক্সি' নামের একটি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনাকে অজুহাত করে দেশজোড়া 'বিশেষ পরিস্থিতি' ঘোষণা করেছে সরকার এবং তারই সুযোগ নিয়ে নাগরিকদের উপর যথেচ্ছাচার চালিয়েছে।

বেশ কয়েক ধরনের জনজাতির মানুষ রয়েছেন ইকুয়েডরে। তাঁরা সেখানকার আদি বাসিন্দা। সরকারের জনবিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদে এইসব জনজাতির হাজার হাজার সদস্য ১০ দিন ধরে দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে রাজধানী কুইটোতে উপস্থিত হয়েছিলেন আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে। জোট বেঁধেছিলেন বিভিন্ন সংগঠনের আরও কয়েক হাজার মানুষ। ১৭ আগস্ট কুইটোতে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। এছাড়াও দেশ জুড়ে নানা জায়গায় একের পর এক রাস্তা অবরোধ, মিছিল ইত্যাদি কর্মসূচিতে পথে নামেন বহু মানুষ।

১৭ আগস্ট দেশের দক্ষিণাঞ্চলের গ্রামাঞ্চল সারাগুরোতে পুলিশের সাথে বিক্ষোভকারী জনতার ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। সেখানে বিক্ষোভকারীরা শান্তিপূর্ণ ভাবে প্যান-আমেরিকান হাইওয়ে অবরোধ করেছিলেন। লুইস মাকা নামে জনজাতির একজন মানুষ জানিয়েছেন, গ্রামটা সেদিন কার্যত যেন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। দেড় হাজার পুলিশ ও মিলিটারি গ্রামের ঘরে ঘরে ঢুকে নির্বিচারে তল্লাসি চালায়, দরজা-জানলা ভেঙে দেয়। সাধারণ মানুষ, যাঁরা এমনকী বিক্ষোভের ঘটনার সাথে জড়িতও নন, তাঁদেরও মারতে মারতে গ্রেপ্তার করে। শিশু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা কাউকে তারা রেহাই দেয়নি। সকাল ১০টা থেকে প্রায় বিকেল ৪টে পর্যন্ত তাণ্ডব চালায় উর্দিধারীরা।

দেশ জুড়ে নানা জায়গায় যেখানে যেখানে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন মানুষ, সেখানেই ব্যাপক পুলিশি অত্যাচার, ধরপাকড়ের সামনে পড়তে হয়েছে তাঁদের। জনজাতিদের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরও ছাড়েনি পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের প্রতি সহমর্মিতা দেখানোর খেসারত হিসাবে ম্যানুয়েলা পিক নামে একজন ফরাসি-ব্রাজিলীয় গবেষকের ভিসা বাতিল করার চেষ্টা করে কর্রিয়া সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক। পিক ইকুয়েডরে শিক্ষকতা করেন। তাঁর বিরুদ্ধে সরকারের এই নিন্দাজনক আচরণের প্রবল প্রতিবাদ ওঠে রাজধানী কুইটোতে। দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক স্তরেও তা ছড়িয়ে পড়ে। বহু বিশিষ্ট মানুষ একজোট হয়ে এর বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদপত্র তৈরি করেন। এতে স্বাক্ষর করেন প্রায় ৮ হাজার মানুষ। শুধু ভিসা বাতিল করে দেশ থেকে তাড়াবার চক্রান্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি কর্রিয়া সরকার। পুলিশ ব্যাটন দিয়ে পিক-কে বেধড়ক পেটায় এবং ১৩ আগস্ট থানায় আটক করে রাখে। পিক মন্তব্য করেছেন, রাষ্ট্রশক্তি কার্যত কোনও নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা না করে তাঁকে অপহরণ করে রেখেছিল। দেশ-বিদেশ জুড়ে শোরগোল ওঠায় শেষ পর্যন্ত পিছু হঠে সরকার।

আগ্নেয়গিরি কোটোপ্যাক্সির লাভা উদগীরণকে কেন্দ্র করে সরকারের দেশ জুড়ে বিশেষ পরিস্থিতি ঘোষণার বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন মানুষ। তাঁরা বলছেন, এ আসলে বিশেষ পরিস্থিতির অজুহাতে মানুষের সাংবিধানিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করে তাদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার সরকারি অপচেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। কারণ, সামান্য এটুকু অগ্ন্যুৎপাতের জন্য দেশ জুড়ে বিশেষ অবস্থা জারি করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া, এই সুযোগে গোটা দেশের মিলিটারি ও পুলিশ বাহিনীকে মাত্র দুটি সরকারি মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা গেল, যাতে আন্দোলনকারীদের উপর আক্রমণ চালানো সহজ হয়।

ন্যায্য দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন ভাঙার জন্য কর্রিয়া সরকারের যাবতীয় অপকৌশল ও পুলিশি আক্রমণকে হেলায় তুচ্ছ করে দাবি আদায়ে অটল ইকুয়েডরের মানুষ। ১৮ আগস্ট বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন বিশাল মিছিল করেছে। তারা ধর্মঘটের ডাকও দেয়। দাবি আদায় করতে হলে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন লাগাতার চালিয়ে যাওয়া ছাড়া পথ নেই, বুঝেছেন ইকুয়েডরের খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষ।

ভারত-পাক সীমান্ত উত্তেজনার জন্য দায়ী দুই দেশের শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৮ সেপ্টেম্বর নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন ঃ

ভারত-পাক সীমান্ত এলাকায়, বিশেষত কাশ্মীর উপত্যকায় নিয়মিত ও ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সমস্যা শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করার লক্ষ্যে ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশের সরকারেরই যখন সুনির্দিষ্ট ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল, তখন অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে আমরা লক্ষ করছি, ভারতীয় ও পাক সেনাবাহিনীর মধ্যে গোলাগুলি বিনিময়ের ঘটনা ক্রমাগত বাড়ছে এবং সাথে সাথে দুই দেশের পুঁজিবাদী সরকারই একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ তুলে সীমান্ত এলাকাগুলিতে উত্তেজনা বৃদ্ধি করছে। যুদ্ধ-পরিস্থিতির মতো উত্তেজক পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে উভয় সরকার। আমরা জানি, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে নির্মম পুঁজিবাদী শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও বঞ্চনাবোধ যখন তীব্র হয়ে ওঠে, তখন শাসক শ্রেণি জনগণের মনোযোগ অন্যদিকে আকৃষ্ট করতে যুদ্ধাতঙ্ক সৃষ্টি করে ও সীমান্ত-উত্তেজনায় উস্কানি দিতে থাকে। ভারত ও পাকিস্তানের মেহনতি জনগণের যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তাকে আড়াল করতে উভয় দেশের সরকার এই পথই অনুসরণ করছে।

কাশ্মীর সমস্যা প্রসঙ্গে প্রথম থেকে আমরা বলে আসছি যে, কাশ্মীর রাজ্য ভারত রাষ্ট্রের আইনত এবং অবিতর্কিতভাবে অবিচ্ছেদ্য অংশ। তা সত্ত্বেও, একে কেন্দ্র করে দীর্ঘস্থায়ী যে রাজনৈতিক সমস্যা চলছে, তার সমাধান দু'দেশের তরফে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে যত শীঘ্র সম্ভব কার্যকরী আলোচনার মধ্য দিয়েই খুঁজে বের করতে হবে। কোনওরকম আগ্রাসী আচরণ প্রদর্শন, কিংবা 'রণং দেহি' ভাবভঙ্গি দূরে থাক, বিষয়টি নিয়ে কোনওরকম টালবাহানাও বাঞ্ছনীয় নয়। এ কথা মনে রাখা দরকার, কাশ্মীরের ভারতভুক্তির সময় সেখানকার জনসাধারণের অবিসংবাদিত নেতা শেখ আবদুল্লার সঙ্গে ভারতের যে চুক্তি হয়েছিল, যার দ্বারা কাশ্মীরের বিশেষ অবস্থান ও স্বায়ত্তশাসনের অধিকার রক্ষা করার কথা ছিল, তা যদি ভারতের শাসকরা ও সরকার মেনে চলত, উপত্যকার জনগণকে যদি তাদের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অনুযায়ী নিজেদের রাজ্য গড়ে তোলার সুযোগ দেওয়া হত, ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্গত ৩৭০ ধারার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয়তার শর্ত মেনে তাদের প্রয়োজনের দিকে সকল রকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হত, তবে কাশ্মীর উপত্যকার যাবতীয় বিবাদ-বিসংবাদ অবশ্যই এড়ানো যেত, সন্ত্রাসবাদের সমস্যাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা যেত এবং পাকিস্তানের শাসকরা এই প্রশ্নে জল ঘোলা করার সুযোগ পেত না।

দুই দেশের মেহনতি জনসাধারণের প্রতি আমাদের আবেদন, নিজ নিজ দেশের শাসক শ্রেণির হীন কৌশল উপলব্ধি করে তাদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচার ও ষড়যন্ত্রের ফাঁদে তাঁরা যেন পা না দেন। প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থা রক্ষা করতে মেহনতি জনগণের ঐক্য ভাঙার জন্য যে প্ররোচনা নিপীড়ক পুঁজিপতি শাসকরা সৃষ্টি করে, কোনও অবস্থাতেই তার শিকার না হওয়ার এবং নিজের দেশের শাসকদের এই সমস্ত কৌশলী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলন শক্তিশালী করতে দুই দেশের সকল মেহনতি জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাই।

বিমা নির্ভর স্বাস্থ্য নয়, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা চাই

দাবি স্বাস্থ্য কনভেনশনে

কেন্দ্রীয় সরকারের খসড়া জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি-২০১৫-কে চূড়ান্ত 'জনবিরোধী' আখ্যা দিয়ে তা বাতিলের দাবি জানাল মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার এবং হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্যরক্ষা সংগঠন আয়োজিত কনভেনশন। ৭ সেপ্টেম্বর মৌলালি যুবকেন্দ্রে চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী ও মেডিকেল ছাত্র-ছাত্রীতে পূর্ণ এই কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ সুকুমার মুখার্জী, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ কান্তি বক্সি, স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী, ই এন টি স্পেশালিস্ট ডাঃ অনিরুদ্ধ দাম, কার্ডিও ভাসকুলার সার্জেন ডাঃ শান্তনু দত্ত, সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ প্রদীপ ব্যানার্জী, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সর্বভারতীয় সভাপতি ও প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ চিকিৎসক এম এস সি-র রাজ্য সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ সুভাষ চক্রবর্তী।

স্বাস্থ্যকে পুরোপুরি বিমা নির্ভর করার যে প্রক্রিয়া চলছে সমস্ত বক্তাই তার বিরোধিতা করেন। কারণ এর মধ্য দিয়ে ভালো ভালো কথার আড়ালে সরকার বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানের দায়িত্ব অস্বীকার করছে। নয়া স্বাস্থ্যনীতির মধ্য দিয়ে বিজেপি সরকার সমস্ত নাগরিকদের উপর বসাতে চলেছে 'হেলথ ট্যাক্স', আয়কর দাতাদের উপর চাপাতে চলেছে 'হেলথ সেস'। বক্তব্যে উঠে আসে ইউরোপ আমেরিকার প্রসঙ্গ — যেখানে সাধারণ মানুষ বিমার প্রিমিয়াম ধারাবাহিকভাবে চালাতে না পারায় চিকিৎসার সুযোগ হারিয়েছে।

কনভেনশনে উত্থাপিত খসড়া প্রস্তাবে বলা হয়, ১৯৮৩ সালে প্রথম স্বাস্থ্যনীতির মধ্য দিয়ে কংগ্রেস সরকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেসরকারিকরণের সুযোগ করে দেয়। ২০০২ সালে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যবসার সিংহদুয়ার উন্মুক্ত করে। এবার জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১৫-এর মধ্য দিয়ে বেসরকারিকরণের বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে চলেছে। কনভেনশন আওয়াজ তুলেছে বিমা ও স্বাস্থ্য ব্যবসা নয়, বিনামূল্যে সকলের জন্য উন্নতমানের চিকিৎসা সুনিশ্চিত করতে হবে।

কনভেনশন দাবি জানিয়েছে, স্বাস্থ্যকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে জি ডি পি-র ন্যূনতম ১০ শতাংশ স্বাস্থ্য বাজেটে বরাদ্দ করতে হবে, হেলথ ট্যাক্স ও হেলথ সেস চালু করা চলবে না, বৈজ্ঞানিক জনমুখী ভেষজ নীতি এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম নীতি প্রণয়ন করতে হবে, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, পিপিপি নীতি বাতিল করে ইন্ডিয়ান পাবলিক হেলথ স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে সার্বিক পরিকাঠামো সহ ডাক্তার-নার্স-প্যারামেডিকেল টেকনিশিয়ান-স্বাস্থ্য কর্মী সহ সমস্ত পদে স্থায়ী নিয়োগ করতে হবে, স্বচ্ছ ও যুক্তিসম্মত নিয়োগ-বদলি-পদোন্নতি নীতি চালু করতে হবে, সংক্রামক এবং অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে প্রাপ্তবয়স্কদের টিকাকরণ সহ প্রাথমিক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। মেডিকেল-নার্সিং-প্যারামেডিকেল শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণ-ক্যাপিটেশন প্রথা বাতিল করতে হবে। আয়ুষ চিকিৎসা পদ্ধতিগুলির উপযুক্ত পরিকাঠামো দিয়ে নিজ পদ্ধতিতে চিকিৎসার পূর্ণ সুযোগ দিতে হবে, আশা কর্মীদের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে — সেই অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দিয়ে স্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মী পদে উপযুক্ত বেতন কাঠামোতে নিয়োগ করতে হবে।

ডিজেলের দাম কমেছে লিটার প্রতি ১৫ টাকা বাসের ভাড়া কমছে না কেন?

২০১৪ সালের মাঝামাঝি থেকে প্রায় প্রতি মাসেই আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমেছে। কিছুদিন আগেও যে তেলের দাম ছিল ১২০ ডলার প্রতি ব্যারেল, তা কমে ২৪ আগস্ট ২০১৫-তে হয়েছে ৩৮ ডলার। যা গত ৬ বছরে সর্বাপেক্ষা কম। এই অবস্থায় বিশ্ববাজারের মতো না হলেও ভারতেও ডিজেল ও পেট্রলের দাম ক্রমাগত কমাতে বাধ্য হচ্ছে নরেন্দ্র মোদি সরকার। জুলাই ২০১৪ ডিজেলের দাম ছিল ৬২.৬৪ টাকা প্রতি লিটার। সেপ্টেম্বর ২০১৫ দাম কমে হয়েছে ৪৮.২৩ টাকা। লিটার প্রতি ১৪.৪১ টাকা দাম কমেছে। অপরদিকে একই সময়ে পেট্রলের দাম কমেছে ১৪.৯৩ টাকা প্রতি লিটার, যা গত তিন বছরে সর্বনিম্ন।

তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় বসার কয়েক মাসের মধ্যে পূর্বতন রাজ্য সরকারের মতোই তেলের দাম বৃদ্ধিকে অজুহাত করে বাসের ভাড়া বাড়িয়েছিল। বর্তমানে প্রায় ১৫ টাকা জ্বালানি তেলের দাম কমেছে। স্বাভাবিকভাবেই জনগণের মধ্যে দাবি উঠেছে বাসের ভাড়া কমাতে হবে।

তেলের দাম বাড়লে বাসের ভাড়া বাড়ানোর দাবিতে কলম ধরে সংবাদমাধ্যমের একাংশ। কখনও এঁদের কণ্ঠস্বর বাসমালিকদের কণ্ঠস্বরকেও ছাপিয়ে যায়। কিন্তু জনগণ যখন দাবি তুলছে যে 'তেলের দাম কমেছে, বাসের ভাড়া কমাও', তখন এই ন্যায্য দাবিতে এরা আশ্চর্যজনকভাবে নীরব!

শুধু ভাড়া কমানো নয় বাসে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য এবং সুরক্ষার বিষয়টিও চূড়ান্ত অবহেলিত। দুটি বাসের রেষারেষিতে বাস দুর্ঘটনা, যাত্রীর মৃত্যু, হাত কেটে পড়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটছে। এ কথা ঠিক যে, বর্তমানে বাস ড্রাইভার ও কনডাক্টররা পুলিশের যেমন খুশি কেস, লাইসেন্স সিজ, প্রচুর টাকা ফাইন থেকে শুরু করে নানাভাবে হয়রানি ও জুলুমের শিকার হচ্ছেন। কিন্তু এর সমস্ত দায়ভার যাত্রীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার কোনও যুক্তি নেই।

বসার সিটের মাপ, যাত্রী বহনের সর্বাধিক ক্ষমতা সহ প্রায় সমস্ত নিয়মকেই বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বছরের পর বছর ধরে বাস চলছে। অফিসের সময় তো বটেই, বেশির ভাগ সময় বাসে দু'পা রেখে যাতায়াত করা যায় না। কলকাতার মতো শহরে একটু রাতের দিকে এবং ভোরে বহু রুটেই বাস পাওয়া যায় না। সাধারণ মানুষকে বেশি অর্থ ব্যয় করে যাতায়াত করতে হয়।

ভাড়া পুনর্বিন্যাস সহ যাত্রী পরিবহণের বিষয়টি দেখার জন্য রাজ্য সরকার একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছে। কিন্তু তারা কী করছে, বোঝার উপায় নেই।

৯০ শতাংশ সাধারণ মানুষের পরিবহণের প্রধান মাধ্যম বাস। যাত্রীরা অসংগঠিত। অপরদিকে মালিক পক্ষ সংগঠিত। প্রশাসন সংগঠিত। প্রচারমাধ্যম মালিকের পক্ষে। এই রকম পরিস্থিতিতে বাস ভাড়া কমানো, যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য ও সুরক্ষার দাবি সহ নানা ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায় করতে গেলে বাস যাত্রীদেরও সংগঠিত হতে হবে। স্টপেজে স্টপেজে 'যাত্রী কমিটি' গঠন করে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ওড়িশা সরকার ইতিমধ্যে তিনবার বাসের ভাড়া কমিয়েছে, এ রাজ্যেও অবিলম্বে ভাড়া কমাতে হবে।

রামায়ণ-মহাভারত-গীতা ইত্যাদি সিলেবাসে অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদ

অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটি ১১ সেপ্টেম্বর এক প্রেস বিবৃতিতে জানায়, কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মহেশ শর্মা স্কুল-কলেজের শিক্ষায় রামায়ণ-মহাভারত গীতা সিলেবাসে অন্তর্ভুক্তির যে ঘোষণা করেছেন, আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

ভারতের মতো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এভাবে একটি বিশেষ ধর্মের বিষয় চাপিয়ে দেওয়ার অর্থ ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারার উপর চরম আঘাত। যেখানে উচিত ছিল বৈজ্ঞানিক ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে সিলেবাস তৈরি করা, তা না করে আর এস এসের ভাবধারার ভিত্তিতে ধর্মীয় বিষয় সমূহ চাপিয়ে দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে গৈরিকীকরণের অপপ্রয়াস চলেছে। মন্ত্রীর বক্তব্য অনুসারে দেখা যাচ্ছে, ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক দূষণের হাত থেকে রক্ষা করাই নাকি এর উদ্দেশ্য। কিন্তু বাস্তবে এ জিনিস দাঁড়াবে—অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষের উপর চরম আঘাত।

আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গির তীব্র নিন্দা করার সাথে সাথে সামগ্রিক শিক্ষানীতি দ্রুত ঘোষণার দাবি জানাচ্ছি। এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য দেশের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ-বুদ্ধিজীবী-শিক্ষক সহ সংশিষ্ট বিভিন্ন অংশের মানুষের মতামত গ্রহণের দাবি জানাই। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় এই অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে দেশের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে সোচ্চার হওয়ার আবেদন জানাই।

চিটফান্ড ডিপোজিটার্স অ্যান্ড এজেন্ট ফোরামের আন্দোলন

উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলন ঃ ফোরামের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলন ২৩ আগস্ট বসিরহাট লাইব্রেরি হলে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন ব্লক থেকে শতাধিক আমানতকারী এবং এজেন্ট এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সভাপতিত্ব করেন অশোক মুখার্জী এবং বক্তব্য রাখেন নৃপেন মিস্ত্রী, গৌতম দত্ত, রমণী তালুকদার, মঞ্জু দে, রত্না দেবনাথ প্রমুখ। ফোরামের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বিশ্বজিৎ পুরকাইত আমানতকারীদের টাকা ফেরত এবং এজেন্টদের নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে দাবি করেন।

সম্মেলন থেকে অশোক মুখার্জীকে সভাপতি, নৃপেন মিস্ত্রিকে সম্পাদক এবং গৌতম দত্তকে সহ সম্পাদক করে ফোরামের ১৪ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

সুন্দরবন কোস্টাল থানায় ডেপুটেশন ঃ ২৬ আগস্ট সুন্দরবনের ৬টি অঞ্চল থেকে দুই শতাধিক আমানতকারী ও এজেন্ট মোল্লাখালি ফেরিঘাট থেকে মিছিল করে সুন্দরবন কোস্টাল থানায় ডেপুটেশন দেন। ওসির অনুপস্থিতিতে সেকেন্ড অফিসার এজেন্টদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছেন। ডেপুটেশনের পরে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন ফোরামের দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলা সম্পাদক বিশ্বজিৎ পুরকাইত। সভা থেকে গৌতম দত্তকে সভাপতি, গণেশ মণ্ডলকে সম্পাদক, মেঘনাথ বাইনকে হিসাবরক্ষক এবং বিকাশ মণ্ডলকে কোস্টাল থানা ইনচার্জ করে ফোরামের কোস্টাল থানা কমিটি গঠিত হয়।

প্রগতি ময়দান থানায় ডেপুটেশন ঃ ২৮ আগস্ট ফোরামের পক্ষ থেকে তিন শতাধিক মানুষ কলকাতার প্রগতি ময়দান থানায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং অফিসার ইনচার্জের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন বিশ্বজিৎ পুরকাইত, ধাপা ইউনিটের পলাশ দাস, দীপঙ্কর নস্কর প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

জনগণের নিজস্ব শক্তি সমাবেশ জোরদার করার আহ্বান জানাল বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা

৪ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা আহূত জাতীয় কনভেনশনের উদ্বোধনী অধিবেশনে নেতৃবৃন্দ দেশের বিদ্যমান সংকট সমাধানে বাম গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্বে জনগণের বৃহত্তর ঐক্যের ডাক দিয়েছেন এবং দেশে ফ্যাসিবাদের বিপদ মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ গণসংগ্রাম জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁরা বলেন, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে এই একবিংশ শতাব্দীতে স্থায়ী উন্নয়নের কোনও সুযোগ নেই। তাঁরা বলেন, গণতন্ত্র বিপদগ্রস্ত হলে একদিকে চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের রাস্তা তৈরি হয়। অন্য দিকে জঙ্গিবাদী-মৌলবাদী অপতৎপরতার জমি প্রশস্ত হয়। তাঁরা গণতান্ত্রিক ধারায় শান্তিপূর্ণ পথে সরকার পরিবর্তনের পথ বন্ধ না করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তাঁরা ক্ষোভের সাথে উল্লেখ করেন আওয়ামি লিগ ভোট ও ভাতের অধিকারের কথা বলে ক্ষমতায় এসেছে। এখন তারা জনগণের ভোটাধিকারকেই ভয় পাচ্ছে। এটা আওয়ামি লিগের রাজনৈতিক ও নৈতিক পরাজয়। তাঁরা বলেন, দুর্নীতি, ব্যাঙ্ক লোপাট, অর্থপাচার ও জবরদখল, সন্ত্রাস, গুম-খুনের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে আড়াল করতেই সরকার বিশ্বব্যাঙ্ক প্রদত্ত নিম্ন-মধ্য আয়ের সার্টিফিকেট ফেরি করছে। বর্তমান সংসদ ও সরকার নির্বাচিত নয় বলেই তারা স্বেচ্ছাচারী পন্থায় অন্যায় ও অযৌক্তিক ভাবে গ্যাস-বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির গণবিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, বিএনপি-জামাত জোট সরকারের মতো এই সরকারের কাছে দেশের কোনও গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ নেই, জান-মালের নিরাপত্তা নেই, জাতীয় সম্পদ ও জাতীয় স্বার্থ নিরাপদ নয়। নেতৃবৃন্দ আওয়ামি লিগ নেতৃত্বাধীন ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন ও বিএনপি-জামাত জোটের অপরাজনীতি প্রত্যাখ্যান করে জনগণের নিজস্ব শক্তি সমাবেশ জোরদার করার আহ্বান জানান।

জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার সমন্বয়ক বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কনভেনশনের উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী)-এর আহ্বায়ক মুবিনুল হায়দার চৌধুরী সহ মোর্চার অন্যান্য নেতারা। দেশের ৫৫টি জেলা থেকে ৫৫০জন প্রতিনিধি কনভেনশনে অংশগ্রহণ করেন।

সাংসদ তহবিলের টাকা নয়ছয় করার প্রতিবাদে গোসাবায় নাগরিক কনভেনশন

গোসাবায় রবীন্দ্র শিশু উদ্যান সংস্কারের জন্য ২০১২-১৩ সালে তৎকালীন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল ৮ লক্ষ টাকা অনুমোদন করেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত ঐ উদ্যান সংস্কারের কাজ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ শুরুই করেনি। অথচ জেলা পরিষদ থেকে কাজ হয়ে যাওয়ার ইউ সি (ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট) ডি এম দপ্তরে জমা পড়ে গেছে। এই ঘটনায় গোসাবাবাসী ক্ষুব্ধ। এই পুকুরচুরির ঘটনায় যুক্তদের শাস্তি, রবীন্দ্র শিশু উদ্যানের সংস্কার কাজ করা, রবীন্দ্রনাথের ব্রোঞ্জ মূর্তি উদ্ধার এবং রবীন্দ্র স্মৃতিধন্য জায়গাগুলি সংস্কার, সংগ্রহশালা ও নাট্যমঞ্চ করার দাবিতে ৮ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্র স্মৃতি রক্ষা কমিটি নাগরিক কনভেনশন করে। কনভেনশনে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা রবীন্দ্র স্মৃতিধন্য গোসাবায় তাঁর নামাঙ্কিত উদ্যান সংস্কারে ডাঃ মণ্ডল যে গুরুত্ব দিয়ে টাকা অনুদান দিয়েছেন, সেজন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে সেই টাকা প্রশাসন যেভাবে নয়ছয় করল তার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বিডিওকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডি এম-এর কাছে গণস্বাক্ষর সংবলিত দাবিপত্র পেশ করা হবে। পাশাপাশি বেকন বাংলোতে অসমাপ্ত রবীন্দ্রমূর্তির সৌন্দর্যায়নের কাজ দ্রুত শেষ করার দাবি জানানো হয়।

ইসলামপুরে খাদ্য নিয়ামক ৭ ঘণ্টা ঘেরাও

উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর মহকুমার প্রায় সহস্রাধিক রেশন গ্রাহক সংগ্রামী গণমঞ্চের নেতৃত্বে ১০ সেপ্টেম্বর মহকুমার খাদ্য নিয়ামককে দশ দফা দাবিতে ৭ ঘন্টা ঘেরাও করে রাখে। গ্রাহকরা ইসলামপুর শহর পরিক্রমা করে খাদ্য নিয়ামক দপ্তরে পৌঁছে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং ঘেরাও করে।

ডিলারদের অধিকাংশই গ্রাহকদের প্রাপ্য রেশন সামগ্রী দিচ্ছে না ও সঠিক দামের বেশি নিচ্ছে। তারা পুকুর চুরি করেও পার পেয়ে যাচ্ছে। রেশন দপ্তরের একাংশ অফিসারও দুর্নীতিতে জড়িত। এই তদন্ত সিভিক

পুলিশদের দিয়ে না করানো এবং প্রকৃত গরিব মানুষকেই এন এফ এস এ-র আওতায় ডিজিটাল কার্ড ইস্যু করার দাবি জানান গ্রাহকরা। রেশনকার্ড ট্রান্সফার নিয়ে টালবাহানা বন্ধ করা, সরকারি নির্দেশাবলি জনবহুল এলাকায় ফ্লেক্স বা ব্যানারের মাধ্যমে প্রচার করা এবং ইসলামপুরের ৫৬ নং ডিলারকে বাতিল করার দাবিও জানানো হয়। এই বিক্ষোভ-আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ললিত সিংহ, রোহন লাল সিংহ, নুরুল হক, জিতেন সিংহ, বিকাশ সিংহ প্রমুখ।

নদীয়ার কালীগঞ্জ বিডিও অফিসে বিক্ষোভ

অতিবৃষ্টি ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ, বিনামূল্যে সার-বীজ-কীটনাশক সরবরাহ, সমস্ত কৃষিঋণ মকুব, খাদ্য সুরক্ষা তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদনের সময়সীমা বাড়ানো সহ সাত দফা দাবিতে ২৮ আগস্ট শতাধিক মানুষ দেবগ্রাম বাজার পরিক্রমা করে কালীগঞ্জ বিডিও দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান। এস ইউ সি আই (সি) জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মহিউদ্দীন মণ্ডল, লোকাল সম্পাদক কমরেড কামালউদ্দীন সেখের নেতৃত্বে ৬ জনের প্রতিনিধি দল বিডিওকে স্মারকলিপি দেন।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS / 138 / 2013-2015

কলকাতায় আশাকর্মীদের বিক্ষোভ সভা

আশাকর্মীদের নিরাপত্তা, সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতি, সামাজিক সুরক্ষা, পুজোর আগে বোনাস, পেনশন, পি এফ সহ ন্যূনতম মাসিক বেতন ১৫ হাজার টাকার দাবিতে ৮ সেপ্টেম্বর কলকাতার এসপ্ল্যানেডে এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের নেতৃত্বে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে ৪ সহস্রাধিক আশাকর্মী কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও শ্রমমন্ত্রীর নিকট দাবিপত্র প্রদান করা হয়। সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি বিমল জানা। বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য, মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অংশুমান মিত্র, ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ইসমত আরা খাতুন, কৃষ্ণা প্রধান, পাপিয়া অধিকারী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সরকারি কর্মচারীদের বঞ্চনার প্রতিবাদ

১১ সেপ্টেম্বর সরকারি কর্মচারীদের এক সভায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মূলত যে তিনটি ঘোষণা করেছেন সে সম্পর্কে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ১২ সেপ্টেম্বর এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন,

'ডি এ-র প্রশ্নে রাজ্যের সরকারি কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শিক্ষক, অধ্যাপক, ডাক্তার, নার্স সহ সমস্ত রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা বারে বারে বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। তাদের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ এবং আসন্ন নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে মুখ্যমন্ত্রী সরকারি কর্মচারীদের এক সভায় তিনটি বিষয় ঘোষণা করেছেন। এ ক্ষেত্রে কর্মচারীদের স্বার্থ অপেক্ষা নির্বাচনী লক্ষ্যকে সামনে রেখে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রতিযোগিতা চলছে। তাই প্রাপ্য ৫৪ শতাংশের পরিবর্তে ১০ শতাংশ ডি এ প্রাপ্যদিন থেকে না দিয়ে আরও চার মাস পর থেকে চালু, প্রকৃত সময়ের তিন বছর বাদে ৬ষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন করার কথা ঘোষণা এবং গত ২ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের দিনে ধর্মঘটে যোগ না দিয়ে যাঁরা কাজে যোগ দিয়েছেন তাঁদের বাড়তি একদিন ছুটি দিয়ে পুরস্কৃত করার কথা মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। রাজ্য কোষাগারের বিপুল পরিমাণ অর্থ অপচয় করে ধর্মঘট ভাঙার জন্য কর্মচারীদের ধর্মঘটের আগের রাতে থাকা-খাওয়ার যে ব্যবস্থা সরকার করেছিল, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। কর্মচারীদের বঞ্চনা করার অন্যায় পদক্ষেপের এবং ধর্মঘট ভাঙার অনৈতিক কাজে উৎসাহিত করার তীব্র প্রতিবাদ করছি। রাজ্যের শিক্ষক, অধ্যাপক, ডাক্তার, নার্স, কর্মচারী সহ সমস্ত স্তরের শ্রমজীবী মানুষকে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। এছাড়াও অবিলম্বে কেন্দ্রের সমান ডি এ এবং সমস্ত বকেয়া অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়ারও দাবি জানাচ্ছি'।

এস এস কে এম হাসপাতালের ছাত্রছাত্রী ও জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনে দাবি আদায়

রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে পরিকাঠামোর চূড়ান্ত ঘাটতির কারণে চিকিৎসাক্ষেত্রে অব্যবস্থা চলছে। এর ফলে মাঝে মাঝেই জুনিয়র ডাক্তারদের ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটে। কিন্তু গত ৭ সেপ্টেম্বর এ রাজ্যের একমাত্র সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল এস এস কে এম-এ রাজ্যের মন্ত্রী ও তৃণমূল নেতা ফিরহাদ হাকিমের আপ্তসহায়কের উপস্থিতিতে তৃণমূল মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরা যেভাবে এক জুনিয়র ডাক্তারের ওপর চড়াও হয়ে তার পায়ের হাড় ভেঙ্গে দিয়েছে তা নজিরবিহীন। আর এই সব দুষ্কৃতীদের মদতদাতা ঐ মন্ত্রী এস এস কে এম-এরই রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ তাই দোষীদের আড়াল করতেই ব্যস্ত।

ঐ দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার, জুনিয়র-ডাক্তারদের নিরাপত্তা, দালাল চক্র নির্মূল, হাসপাতাল পরিকাঠামোর উন্নয়ন ইত্যাদি দাবিতে ১২ সেপ্টেম্বর অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র উদ্যোগে ছাত্রছাত্রী ও জুনিয়র ডাক্তাররা এম এস ভি পি এবং ডিরেক্টরকে প্রায় আট ঘন্টা ঘেরাও করে রাখে। আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত পুলিশের ডি সি সাউথের উপস্থিতিতে কলেজ কর্তৃপক্ষ দাবি মানার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়।

মহারাষ্ট্র ঃ পুলিশের হাতে অবাধ ক্ষমতা ফ্যাসিস্টসুলভ এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

এস ইউ সি আই (সি) সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৭ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, মহারাষ্ট্রের বিজেপি সরকার ২৭ আগস্ট যে ফ্যাসিস্টসুলভ নির্দেশিকা জারি করেছে, তার বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এই নির্দেশিকায় ব্রিটিশ আমলে রাষ্ট্রদোহিতা দমনের নামে জারি করা ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২৪-এ ধারাটিকে প্রয়োগ করার অবাধ অধিকার দেওয়া হয়েছে মহারাষ্ট্র পুলিশকে। এর অর্থ হচ্ছে, "কোনও ব্যক্তি যদি মৌখিক বা লিখিত ভাবে, ইঙ্গিতে বা দৃশ্যায়নের সাহায্যে, কিংবা অন্য যেকোনও উপায়ে ঘৃণা, অবজ্ঞা বা অসন্তুষ্টি জাগিয়ে তোলার বা তার চেষ্টার দ্বারা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে হিংসায় উস্কানি দেয়", তবে তার ক্ষেত্রে আইনের এই ধারাটি অবাধে প্রয়োগ করা যাবে।

সংবিধানের ১৪ নং ধারায় প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিককে মত প্রকাশের স্বাধীনতার যে মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে, মহারাষ্ট্র সরকারের এই দানবীয় ফরমান তার সম্পূর্ণ বিরোধী।

এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ও অবিলম্বে এই অগণতান্ত্রিক সার্কুলার প্রত্যাহারে মহারাষ্ট্র সরকারকে বাধ্য করতে এগিয়ে আসার জন্য আমরা সর্বস্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ সহ বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলিকে আহ্বান জানাচ্ছি।

জয়নগরে মহিলাদের থানা ঘেরাও

প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে ১০ সেপ্টেম্বর এ আই এম এস এস-এর জয়নগর শাখার উদ্যোগে এলাকায় মদ জুয়া সাট্টা, নারী ও শিশু পাচার, গণমাধ্যমে অশ্লীল প্রচার বন্ধ করা, নারীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা ও দোষীদের দ্রুত কঠোর শাস্তির দাবিতে প্রায় দুই হাজার মহিলা জয়নগর থানায় বিক্ষোভ দেখান। থানার মোড়ে সংগঠনের জেলা সভানেত্রী কমরেড সবিতা দাসের সভাপতিত্বে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রোগ্রেসিভ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। দাবিগুলি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা কমরেড মাধবী প্রামাণিক, আইনজীবী সুবিনীতা দাস, কমরেডস নাজিরা মণ্ডল, মৃণ্ময়ী শাসমল প্রমুখ। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড কল্পনা দত্তের নেতৃত্বে ১০ জনের প্রতিনিধিদল থানার ওসি-র কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন। মঞ্চে উপস্থিত এলাকার বিধায়ক কমরেড তরুণ নস্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে উপস্থিত মহিলাদের সংগ্রামী ভূমিকাকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। মদ জুয়া সাট্টা বন্ধ করার যে আশ্বাস ওসি প্রতিনিধিদলকে দিয়েছেন তা অবিলম্বে কার্যকর না হলে এলাকায় এলাকায় মহিলাদের লাগাতার আন্দোলন সংগঠিত করার আহ্বান জানান কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী। সভানেত্রীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।

পাশ-ফেল ফিরিয়ে আনার দাবিতে ত্রিপুরায় ডেপুটেশন

২৮ আগস্ট এ আই ডি এস ও ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্য সম্পাদক কমরেড মুদুল কান্তি সরকারের নেতৃত্বে চার সদস্যের এক প্রতিনিধি দল অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা পুনরায় চালুর দাবিতে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির উদ্দেশে এক স্মারকলিপি রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। সাথে সাথে রাজ্যের শিক্ষার মান উন্নত করার লক্ষ্যে ৬ দফা দাবি সনদও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে পেশ করা হয়। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, শিক্ষা যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ২০১০ সাল থেকে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতিই রাজ্যে প্রণয়ন করে চলেছে। এমনিতেই রাজ্যের বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই। অভিভাবকরা সরকারি শিক্ষার উপর আস্থা হারিয়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে ঝুঁকছে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন অভিজিৎ সাহা, রামপ্রসাদ আচার্য ও গোপাল চক্রবর্তী।

সিভিক পুলিশদের উপর পুলিশি লাঠিচার্জের তীব্র প্রতিবাদ

মালদা শহরে সিভিক পুলিশদের আন্দোলনে পুলিশের ব্যাপক লাঠিচার্জের তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক সৌমেন বসু ১৪ সেপ্টেম্বর এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, ৬ মাস কাজ করার পর বসিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে এবং কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার দাবিতে সিভিক ভলান্টিয়াররা মালদার এস পি-র কাছে মিছিল করে ডেপুটেশন দিতে গেলে পথে পুলিশ ও র‍্যাফ তাদের আটকায় এবং বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে। পুলিশের লাঠিতে আহত হয়েছেন অনেক আন্দোলনকারী। অনেক পথচারী সাধারণ মানুষও পুলিশি নিগ্রহের শিকার হন। তাদের মধ্যে ২৫ জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে।

আমরা এই লাঠিচার্জের তীব্র নিন্দা করছি এবং দোষী পুলিশদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। কাজ দেওয়ার নামে ৬ মাস কাজ করানোর প্রহসন বন্ধ করে সিভিক ভলান্টিয়ারদের স্থায়ীভাবে নিয়োগ করার দাবি জানাচ্ছি।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucicommunist.org